ধ্রুব।

(রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত)

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা, ১৭ নং তারক চট্টোপাধ্যায়ের লেন হইতে

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন,

গ্রেট ইডিন্ প্রেস,

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত

৫ই আশ্বিন, ১৩০৩।

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

উপহার।

অশেষগুণালঙ্কৃত স্বধর্ম্মপরায়ণ নাট্যোৎসাহী

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর

স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়

কে, সি, এস্ আই,

ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিমাতার বাক্যবাণ, ব্যথিত করেছে প্রাণ,
তাই শিশু মনোখেদে চলে যায় বন।
পিতার উপেক্ষা কথা, হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা,
সদা ডাকে "কোথা পদ্মপলাশলোচন!"
দুখিনী জননী তার, কত করে হাহাকার,
কি কঠোর—বালকের মাধব-সাধন!
গৃহ-হারা—সুখ-হারা, পিতা-মাতা-স্নেহ-হারা,
অনাদরে ম্লানমুখ শিশু ধ্রুব ধন—
বিতর করুণা-বিন্দু, দীন-হীনে কৃপাসিন্ধু,
অনাথ শিশুরে কোলে লহ হে রাজন্!

কলিকাতা
রাজকীয় বঙ্গরঙ্গভূমি,
১লা আশ্বিন, ১৩০৩।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

প্রথম দৃশ্য—কুটীর-সম্মুখ।

(সুনীতি)

(গীত)

এখনো কি সাধ মেটেনি, মনে এত ছিল এলোকেশি।
এ ঘোর বনে, মনাগুনে, মোরে পোড়াইলি সর্ব্বনাশি॥
বিনা দোষে বনবাসী,
পতিহারা দুখে ভাসি,
সতীর গতি, মহাসতি, কেন সুখ-সাধে দুখ-রাশি।
পাষাণ-মেয়ে, পাষাণ-হিয়ে, পাষাণে মা ফুটাও হাসি॥

সুনীতি। বুঝেছি বুঝেছি; সাধ্যা সতী নিয়তি মা, সুনীতিকে সুনীতি শেখাবার জন্য বনবাসিনী করেছেন। পাছে পতি-সেবায় একান্ত রতা হয়ে পরম-পতিকে ভুলে যাই, তাই পতিতপাবনী পতি হতে আমায় অন্তরে রাখলেন। মাগো মহামায়া! তোমার অনুপম মায়ায় যে সংসার পরিপূরিত, কার সাধ্য সে মায়া অতিক্রম করে। স্বয়ং মহাযোগী মহেশ্বর যে

তোমার মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে বালকের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করে বেড়িয়েছিলেন। দয়াময়ি! আমি এইমাত্র জানি যে অবলা কুলবতী তোমার বিভূতি, তুমি যদি দাসীর প্রতি কৃপা-দৃষ্টি কর, তোমার এই মায়ার সংসারে কিছুতেই আমার মন বিচলিত হবে না। (পরিক্রমণ) উঃ নিদাঘের কি নিদারুণ রৌদ্র! পবনদেব পর্য্যন্তও যেন স্তম্ভিত হয়ে রয়েছেন, গাছের একটী পাতাও নড়্‌ছেনা। আর সহ্য হয় না, শরীর অবশ হ'ল; কুটীরের বাহিরে গিয়ে ঐ সম্মুখের বনে একটু বেড়াই। বোধ হয় তপন তাপে তাপিত পবন, তরুরাজির ছায়ায় শীতল হবার জন্য ঐখানে মৃদু মন্দ সঞ্চরণ করছেন, যাই আমিও তাঁর শীতল স্পর্শে প্রাণ জুড়াই। (অগ্রসর) আঃ প্রাণ শীতল হ'ল! কিন্তু একি! এ হতভাগিনীর হৃদয়ের ন্যায় আকাশও যে আজ ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন দেখছি। নিয়তি দেবী বুঝি আমাকে আশ্বাসিত করবার জন্যই প্রফুল্ল-প্রকৃতি প্রকৃতি-সতীকে সমত্বঃখিনী করে এ বিষাদের বেশ পরিয়ে দিলেন। যাই হ'ক, সতীর এই স্থির গম্ভীর ভাব দেখে আমার বড় ভয় হচ্ছে। হয়ত এখনই উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি ধারণ করে সংসারে বিভীষিকা প্রদর্শন করবেন। ঐ যে দেবী ঝড়রূপে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে বন-ভূমি আলোড়িত কচ্ছেন। সৌদামিনীর বিকট হাস্যে সংসার চমকিত হ'ল। ওকি! জনপদের ন্যায় বিজন বন যে আজ হাহাকার ও আর্ত্তনাদে পরিপূরিত হ'ল। এমন নিবিড় কান্তারে জন-সমাগম কোথা হতে হ'ল। হা মধুসূদন! তোমার কৃপায় এই ভয়ানক দুর্য্যোগে ঐ সামান্য কুটীরে আমিত প্রাণরক্ষা করতে সমর্থা হব? কিন্তু দীননাথ! হয়ত আমাপেক্ষাও শত শত

বিপন্ন ব্যক্তিকে আজ নিরাশ্রয়ে এই বনমধ্যে অবস্থান করতে হবে। দয়াময়! তুমিই তাদের আশা ভরসা—তুমিই তাদের রক্ষাকর্ত্তা। (কুটীরে প্রবেশ)

নেপথ্যে বিদূষক। বাপরে গেলেমরে মলেমরে!

(বিদূষকের প্রবেশ)

উঃ কি ঝড়ের সাপট! কি বোঁ বোঁয়ানি শব্দ! মড় মড় করে চারদিকের ডালগুলো মুচড়ে ভেঙ্গে প'ড়ছে। বাপ মা'র পুণ্যে যোগে যাগে একটা আশ্রয় দেখতে পেলে এখন প্রাণ বাঁচাই; নইলে এর একটা যদি ছটকে গায়ে পড়ে, হাড় গুঁড়ো হয়ে একেবারে চূর হয়ে যাবে। উঃ বৃষ্টির কি তোড়! ভাঁটার মত এক একটা ফোঁটা গায়ে পড়ে শরীরটা একেবারে পিলখেগো আঁব করে তুল্লে। উঃ নাকে মুখে চোকে জল ঢুকে একেবারে হাবুডুবু খাইয়ে দিলেগা! উঃ এখানটা কি অন্ধকার! কোলের মানুষ দেখা যায় না। না—এবার সামলান ভার। উহুঃ উহুঃ গেছি গেছি মাথা ঠুকে মাথাটা একেবারে ভেঙ্গে গেছে। ওমা এ যে রক্ত! হা ব্রাহ্মণি, আমার কপাল ভেঙ্গেছে—সঙ্গে সঙ্গে তোমারও কপাল ভেঙ্গেছে। ফাঁকি দিয়ে তোমার পোষা পাখী বুঝি এতদিনে পিঁজরে ভেঙ্গে পালায়গো। সুনীতিকে ছেড়ে মহারাজ কুনীতিকে ধরে আমাদের সকলের দফা রফা কল্লেন। হাড়হাবাতে মাগী সুরুচি ভস্মকীট হয়ে মহারাজের দেহ ভোগ করছে, মন্ত্রের গুণে যেন মেড়া বানিয়ে রেখেছে। তারি ওস্কানিতে তাল ঠুকে এই বেজায় গন্মিতে বনচরদের সঙ্গে লড়াই করতে এসেছেন। ও বাবা—ঝোপের

ভেতর কে? লম্বাপানা হাত বাড়াতে বাড়াতে ওটা কি আসছে! হ্যাঁ আলেয়ার মত ওর গা টা যেন চকমক করে জলছে! তবে বুঝি কন্ধকাটা! বাপরে মলেমরে খেয়ে ফেল্লেরে।

[দ্রুত প্রস্থান।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। সখে বসন্তক! ভয় নাই ভয় নাই—দাঁড়াও, আমি।—তাইতো, ব্রাহ্মণ যে আমাকে ভূত মনে করে ভয়ে একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ুল। তা হতে পারে—একে ব্রাহ্মণ, সহজে ভীরুস্বভাব, তাতে এই ভয়ানক দুর্য্যোগে বিজন বনে একা অন্ধকারে পরিভ্রমণ, কাজে কাজেই ওর প্রকৃতির ওরূপ বিকৃতি ঘটেছে। যাই হ'ক, এ দুর্য্যোগ বড় সামান্য নয়! ভয়ঙ্কর ঝড়, মুষলধারে বৃষ্টি, ঘোর অন্ধকার, নিরাশ্রয়ে এ বনে প্রাণ যাবার সম্ভাবনা। তাইতো কি করি—কোথায় যাই কোথায় গেলে আশ্রয় পাই? হা মধুসূদন বিপদভঞ্জন! এ ঘোর বিপদ হতে আজ আমাকে রক্ষা করুন। ওকি! সম্মুখে একটা কুটীর দেখা যাচ্চে না? হতে পারে, বোধ হয় এ স্থানটী কোন আশ্রম প্রান্তর হবে। কেননা স্বভাবসুলভ বৃক্ষসকল তত ঘন ও শ্রেণীবদ্ধ বলে বোধ হয়না। স্থানে স্থানে দিব্য পরিষ্কার বলে বোধ হচ্চে। হোমাগ্নি ধূপ গন্ধ পুষ্পেরও আঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। এ কার আশ্রম? যাই হ'ক, ঐ সম্মুখস্থ কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রাণরক্ষা করিগে। (দ্বারে হস্ত দিয়া) বোধ হয় কোন ঋষির কুটীর। হয়ত তিনি নিদ্রা যাচ্ছেন, এখন কি করি! নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রায় ব্যাঘাত দেওয়াত

উচিত নয়। তবে এ দুর্য্যোগেই বা যাই কোথায়? কৈ অপর কোন আশ্রয় স্থানত দেখতে পাচ্ছিনা। আশ্রয় না পেলেও এখন প্রাণরক্ষা করা ভার। না, ডাকাই উচিত—কুটীর মধ্যে কে নিদ্রা যাচ্ছেন? গাত্রোত্থান করুন গাত্রোত্থান করুন আমি বড় বিপদে পড়েছি, আশ্রয় দিয়ে আমার প্রাণরক্ষা করুন। তাইত কারোত সাড়া শব্দ পেলেমনা। তবে উপায়? দ্বারটা ভেঙ্গে ফেলব নাকি? না, তাহ'লে ঋষির কোপানলে পড়তে হবে। আর একবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকি, সজোরে করাঘাত করি, তাহ'লে উঠে এখনই আমায় দ্বার খুলে দেবেন। ঘরে কে আছেন গো শীঘ্র উঠে দ্বার খুলে দিন, ঝড় বৃষ্টিতে মারা গেলেম প্রাণ বাঁচান প্রাণ বাঁচান।

নেপথ্যে সুনীতি। মহাশয়! রক্ষা করুন রক্ষা করুন, অবলার প্রতি অত্যাচার করবেন না। আমি দুঃখিনী কুল-কামিনী. একাকিনী এই সামান্য কুটীরে কষ্টে কালযাপন করি; কোন্ সাহসে দ্বার মুক্ত করি, কেমন করে আপনার সৎকার করি?

রাজা। আপনি দুঃখিনী কুলকামিনী একাকিনী অবস্থান কচ্ছেন, তাই কি আশ্রয় দিয়ে বিপন্ন ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করতে ভয় করছেন? আপনার কোন ভয় নাই, দ্বার মুক্ত করুন, অতিথির প্রাণ রক্ষা করুন। আমি ক্ষত্রিয় সশস্ত্র, এই প্রদেশের নরনারী সকলেই আমার বাহুবলের আশ্রয়ে স্বচ্ছন্দে কালযাপন কচ্চে। আমা হতে কখন কোন কুলকামিনীর অবমাননার আশঙ্কা নাই।

নেপথ্যে সুনীতি। আপনার আশ্বাসবাক্যে সাহস হ'ল।

কথাবার্ত্তা শুনে আপনাকে মহানুভব বলে বোধ হচ্ছে, এক্ষণে দয়া করে যদি এ হতভাগিনীকে বিশেষ পরিচয় দেন, তাহ'লে নির্ব্বিঘ্নে আতিথ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করতে সক্ষম হই।

রাজা। মধুরভাষিণি! তোমার এই সরস অভ্যর্থনায় আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে যে তুমি মহদ্বংশোদ্ভবা। আত্মপরিচয় দেওয়া আমাদের রীতি নয় বলে এতক্ষণ পরিচয় দিই নাই, এক্ষণে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি—সে বিষয়ে কোন সংশয় রাখব না। আমি তোমাদের দেশাধিপতি—আমার নাম উত্তানপাদ মৃগয়া করতে এসে বিপদগ্রস্ত হয়েছি, আশ্রয় দানে রক্ষা কর।

সুনীতি। (দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া) সেকি! মহারাজ? আপনি? সূর্য্য যাঁর পিতামহ, চন্দ্র যাঁর মাতামহ, সুরুচি যাঁর মহিষী এবং স্বয়ং পৃথিবী যাঁকে পতিত্বে বরণ করেছেন, সেই আসমুদ্রকরগ্রাহী রাজা উত্তানপাদ দৈববিপাকে আজ সামান্যা বনবাসিনী ভিখারিণীর কুটীরে অতিথি!—দ্বারোদ্ঘাটন করতে বিলম্ব করে দাসী অপরাধিনী হয়েছে, নিজগুণে মার্জ্জনা করুন।

রাজা। ভদ্রে! তোমার কোন অপরাধ নাই। তুমি কুলকামিনী, আমি অপরিচিত আগন্তুক, তাতে পুরুষ। পরিচয় না পেলে কেমন করে আমায় গৃহে প্রবেশ করতে দেবে?

সুনীতি। নরনাথ! যদি দয়া করে অধিনীর কুটীরে অতিথি হলেন, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করুন আমি ঋষিপত্নীদের সংবাদ দিয়ে আসি।

[সুনীতির প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আশ্রম সম্মুখ।

বন।

(ঋষিপত্নীগণের প্রবেশ)

১ম ঋ-প। ওমা! তাইত! সত্যি নাকি? আচ্ছা সখী এর মধ্যে কখন তোমার কাছে এসে সংবাদ দিয়ে গেল?

২য় ঋ-প। এই এসেছিল; বল্লে, মহারাজ মৃগয়া করতে এসেছিলেন ঝড় বৃষ্টিতে ছরকোট হয়ে সঙ্গের লোকজন যে কে কোথায় গেল ঠিক করতে না পেরে একলা অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে তার কুটীরের সম্মুখে এলেন, অনেক ডাকাডাকিতেও সে দরজা খুলে দিলেনা। শেষে পরিচয় পেয়ে আর থাকতে পাল্লেনা।

৩য় ঋ-প। তুমিও যেমন বোন পাগল, তাই সুনীতির কথায় বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত হয়েছ? মহারাজের ত খেয়ে দেয়ে আর কাজ নাই, আর সুনীতিকে নাকি বড় ভালবাসেন, তাই রাত দুপুরে এই বিষম দুর্য্যোগে বনজঙ্গল ভেঙ্গে হাতড়াতে হাতড়াতে তারি কুটীরে এসে পড়লেন!

১ম ঋ-প। ওগো না না তা নয়। মহারাজ যথার্থই তাঁর কুটীরে এসে থাকবেন। আমাদের কুটীরে আজ একজন রাজ-পারিষদ ব্রাহ্মণ অতিথি হয়েছেন। তাঁর মুখে শুনলেম যে রাজা মৃগয়া করতে এসেছেন, কিন্তু দুর্য্যোগে ছোড়ভঙ্গ হয়ে কোথায় গেলেন তা বলতে পারেন না। তিনি কোন গতিকে আমাদের কুটীরে এসে প্রাণরক্ষা করতে পেরেছেন। সুনীতি বড় লাজুক

মেয়ে, ঘরে কিছুই নাই যে মহারাজের আতিথ্য সৎকার করেন তাই ছুটোছুটী আমাদের কাছে এসেছিলেন ; কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটে কিছু বলতে না পেরে—মহারাজ তার কুটীরে এসেছেন শুধু তাই বলে চলে গেছেন—চল, বরং আমাদের ঘরে যা যা খাবার আছে তাই নিয়ে রাজ-অতিথির সৎকার করে সুনীতির মান রক্ষা করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কুটীর-সম্মুখ।

(রাজা ও সুনীতি)

রাজা। ভদ্রে! তোমার আশ্রমে আজ আমার জীবনরক্ষা হ'ল, আজীবন একথা ভুলবনা। যদি মনে বিরক্ত না হও তাহ'লে এই সামান্য উপহার গ্রহণ করে আমার মান রক্ষা কর।

সুনীতি। রাজন্! এ দুর্ভাগা রমণী যদিও অরণ্যবাসিনী এবং সনাথা হয়েও অনাথিনীর ন্যায় পর্ণকুটীরে অবস্থান করে, তথাপি আপনি নিশ্চয় জানবেন যে এ দাসী এত নীচাশয়া নয় যে অতিথি সৎকার করে তার নিকট হতে উপহার গ্রহণ করে। (গর্ব্বিতভাবে অবস্থান)

(ঋষিপত্নীদের প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থান)

রাজা। (স্বগতঃ) কে এ গর্ব্বিতা রমণী আমার উপহারে অনাদর করে? (সুনীতির মুখ নিরীক্ষণ) অ্যাঁ একি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি। না না তা নয় নিশ্চয়ই মহিষী সুনীতি।

আহা! এ ক্রোধান্বিতা সিংহিনীর সম্মুখে দাঁড়াতে যে আমার সাহস হচ্ছেনা। হায়! আমি কাপুরুষ, নির্লজ্জ, স্ত্রীজিত, তাই ধর্ম্মপত্নীকে অকারণে বনবাসিনী করেছি। এখন কোন্ মুখে পুনরায় ওঁর সঙ্গে কথা কৈ।

সুনীতি। মহারাজ! এ হতভাগিনী অধিনীকে কি আপনি বিস্মৃত হয়েছেন? তা হতে পারে, এ হতভাগিনী কোন রূপেই আপনার উপযুক্তা মহিলা নয়।

রাজা। মহিষি! আমি স্ত্রীজিত অভাজন, অকারণে তোমার অবমাননা করে অপরাধী হয়েছি। সরলে! স্বামী বলে সে দোষ পরিহার কর।

সুনীতি। স্বামিন্! আপনি যে আমার আরাধ্য দেবতা, পরম গুরু। দাসী ভাগ্যদোষে আপনার সেবায় বঞ্চিতা হয়েছে, এরূপ অনুনয় করে আর কেন আমায় অপরাধিনী করেন?

রাজা। রাজ্ঞি! আমি তোমাকে অকারণে বনবাসিনী করে কলুষিত হয়েছিলেম, গঙ্গাজলস্পর্শের ন্যায় আজ তোমাকে স্পর্শ করে পবিত্র হলেম। (বক্ষে ধারণ)

(ঋষিপত্নীদের অন্তরাল হইতে বাহিরে আগমন)

১ম ঋ-প। (জনান্তিকে) আহা দেখ ভগ্নি, দেখ দেখ, মা সুনীতি সতীর আদর্শ। মহারাজ ওঁর উপর কত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন তথাপি তাঁর প্রতি ওঁর ভক্তি দেখে আমাদের জ্ঞান হ'ল।

২য় ঋ-প। যা বল ভাই, আমি হ'লে কিন্তু এত সহ্য করতে পারতেম না—যে মহারাজ সপত্নীর কথা শুনে ওকে

বনবাসিনী করে এত কষ্ট দিলেন সেই মহারাজকে দেখে একে-বারে জল হ'য়ে গেল!

৩য় ঋ-প। দিদি, স্বামী যে সতীর গতি, স্বামী যে সতীর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, স্বামী সন্দর্শন করা সতীর পক্ষে দেব-দ্বিজ-গুরুদর্শনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ। সুনীতি সেই স্বামী দর্শন করে কেনই না পুলকিত হবে? সে যা হ'ক, এস ভাই, আমরা বরং সুনীতির হয়ে মহারাজকে দুটো কথা বলি। (সকলের অগ্রসর)

১ম ঋ-প। মা সুনীতি! শুনলেম যে মহারাজ উত্তানপাদ তোমার কুটীরে অতিথি হয়েছেন, তাই গৃহ-আয়োজিত আহার্য্য-সকল আমরা এনেছি। তুমি স্বচ্ছন্দে এই সকল দ্রব্য দ্বারা রাজ-অতিথির সম্মান রক্ষা কর।

সুনীতি। মাগো! তোমাদের আশীর্ব্বাদে বহুদিনের পর স্বামী সন্দর্শন করে কৃতার্থ হয়েছি।

রাজা। দেবীগণ! আপনাদের আশীর্ব্বাদে এই পুণ্যাশ্রমে এসে মহিষীকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়ে পুলকিত হলেম।

১ম ঋ-প। আপনি এই সুনীতিপূর্ণা সাধ্বী সুনীতিকে অকারণে বনবাসিনী করে অন্যায় আচরণ করেছেন।

রাজা। দেবীগণ! মোহজনিত আমার এই ক্রটী আপনারা দয়া করে মার্জ্জনা করুন, আমি কল্য প্রাতেই মহিষীকে রাজ-পুরীতে নিয়ে যাব।

২য় ঋ-প। মহারাজ! আপনার কথায় আমরা সুখী হলেম; এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি কুশলে অবস্থান করুন। মা সুনীতি! এখন আমরা আসি।

রাজা। আপনারা রাজমহিষীকে কন্যার ন্যায় প্রতিপালন

করছেন, আপনাদের যেরূপ অভিরুচি তা আমি হৃষ্টচিত্তে পালন করব।

ঋষি-প। মাগো সুনীতি! এখন তবে আমরা আসি, তুমি হৃষ্টচিত্তে মহারাজের সেবা কর; দেখো যেন কোন প্রকারে অতিথি-সৎকারের ত্রুটী না হয়।

[ঋষিপত্নীগণের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান।

(সুরুচি ও সখীগণ)

সখীগণ।— (গীত)

পরশি' মৃদুল মলয় অনিল আহা শরীর সরস করিল।
গগন-সুন্দরী পুলকে শিহরি' কাননে মুচকি হাসিল॥
আশার আশয়ে মধুপ আসিয়ে, যোড়পাণি হয়ে সাধিয়ে পড়িয়ে,
গুণগান গেয়ে মন হ'রে নিয়ে সুখে ফুল-মুখ চুমিল॥
কুসুম-সোহাগে, মনের আবেগে, কূজিছে কোকিল ঝঙ্কারিয়া রাগে,
তা শুনে বিহগে, নব অনুরাগে, মধুর তান তুলিল॥

সুরুচি। সখি! আজ যে বসন্তোৎসব, তাই সকলে এত আমোদ আহ্লাদ করছে। দেখ দেখ নিধুবনের দিকে চেয়ে দেখ, মাতুয়ারা অলিকুল নবমুকুলিত কুসুমকলিগুলির সঙ্গে কেমন রঙ্গ করছে। ছিছি ফুলগুলি কি নির্লজ্জ, স্বচ্ছন্দে হেসে হেসে ঢলে ঢলে এ ওর গায়ে পড়ছে।

১ম সখী। সখি! আমাদের মত ওদের মনে ত কপটতা নাই, তাই একটী নায়ককে নিয়েই আমোদ করছে।

২য় সখী। ভাল কথা; রাজমহিষি! মহারাজের উপর আপনার এত অভিমান করা ভাল হয়নি। মহারাজ আপনাকে এত ভালবাসেন যে আপনাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বড় রাজ-মহিষীকে বনবাসিনী পর্য্যন্ত করেছেন। তাতে দৈবাৎ যদি বনে মৃগয়া করতে গিয়ে দুর্য্যোগে পড়ে তার কুটীরে গিয়ে প্রাণ-রক্ষা করে থাকেন, তাঁকে সেজন্য আপনার এত অপমান করা কি ভাল হয়েছে? পুরুষ পরশমণি, আমাদের অযত্নের ধন নয়। মহারাজ আপনার মান রাখবার জন্য পায়ে পর্য্যন্ত ধরলেন, আপনি তাতেও ক্ষান্ত হলেন না? স্ত্রীলোকের এত গরব ভাল নয়।

সুরুচি। হাঁ সখি! আমি স্বীকার করছি আজ বড় দুষ্কর্ম্ম করেছি।

১ম সখী। রাজমহিষি! এতে মহারাজের কোন অপরাধ নাই, তোমারও কোন অপরাধ নাই—যত নষ্টের গুরু সেই বসন্তক বামনা। দৈবাৎ লুকিয়ে কি কোথায় হয়েছে তাই সো হবার জন্য ফস্ করে রাজমহিষীর কাণে তুলে দেওয়া হ'ল। রাজমহিষী মনে করেন বসন্তক বামুন ওঁকে বড় ভালবাসে; তাই তার কথায় ভুলে গিয়ে মহারাজকে নাকাল কল্লেন।

সুরুচি। সখি মধুরিকে! আজ বসন্তোৎসবে মদনপূজা না করে মহারাজের পাদপদ্ম পূজা করব ব'লে নিপুণিকাকে দিয়ে তাঁকে আনতে পাঠিয়েছি, তুমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখ তিনি আসছেন কি না; আমি ততক্ষণ প্রিয়ম্বদার সঙ্গে অশোকতলায় গিয়ে দেখিগে মালবিকা মদনপূজার কতদূর আয়োজন কল্লে।

৩য় সখী। রাজমহিষি! আর আমায় এগিয়ে দেখতে হবেনা, মহারাজ সখা বসন্তকের সঙ্গে এই দিকেই আসছেন।

সুরুচি। সখি! তবে এস আমরা লতামণ্ডপের পাশে থেকে শুনি মহারাজ সখা বসন্তকের সঙ্গে কি কথা কন।

[অন্তরালে প্রস্থান।

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা। সখে বসন্তক! তোমার মত ভীরু আর দুটী নাই, কাল মৃগয়ার সময় একটা হরিণ দেখে কি ভীতই হয়েছিলে।

বিদূ। আজ্ঞে তা হতেই পারে—আমি গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, না হয় তার ডাল-পালাওয়ালা শিং ও লাফানি তাড়ানি দেখে একটু সরে সামনে দাঁড়িয়েছিলেম, কিন্তু আপনি ক্ষত্রিয়-চূড়ামণি সসাগরা ধরার অধীশ্বর হয়ে আজ কি কল্লেন বলুন দেখি? একটা কামিনীর বাক্যগঞ্জনায় ও অলঙ্কার ঝঞ্জনায় একেবারে আড়ষ্ট হয়ে মারা যাবার যো হয়েছিলেন! ধন্য আপনার সাহস, ধন্য আপনার পুরুষত্ব। একটা মেয়েমানুষের মানের তরঙ্গে পড়ে হাবুডুবু খান—ছিছিছি আপনি মুখ নেড়ে আবার কথা কচ্ছেন? স্ত্রীলোককে এত ভয় করেন? আমি যে এই নিমুরুদে নির্ধন কুৎসিৎ পুরুষ, আমার ব্রাহ্মণী কত বড় সজ্জাল তাত চক্ষে দেখেছেন, কিন্তু রাগলে আর রক্ষা নাই—একেবারে চেপ্টা! এই যে মেয়েলি কথায় বলে "হলুদ জব্দ শীলে, আর মাগ জব্দ কীলে" সেটা ঠিক জানবেন। মেয়েমানুষকে আস্কারা দিলে নায়ের কুকুরের মত মাথায় উঠে।

১ম সখী। (অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া জনান্তিকে) আ

মলো! এ বামনার ত কম আস্পর্দ্ধা নয়? যা ইচ্ছে তাই বলছে! রাজমহিষি, আমি তোমায় আগেই বলিছি যে ও খোসামুদের মিষ্টি কথায় ভুলনা। ও যখন যার কাছে থাকে, তখন তার মন যুগিয়ে কথা বলে। অমন দুষ্টলোক কি আর দুটী আছে?

সুরুচি। সখি! ও বিটলে বামুনকে কি আমি বিশ্বাস করি? তবে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে পেটের কথা টেনে বার করে নিই বৈত নয়; যা হ'ক, শোন মহারাজ ওর কথায় কি উত্তর দেন।

বিদূ। মহারাজ! বলি মুখে কুলুপ দিলেন নাকি? চুপ করে রইলেন যে? আর যে কথাটী নাই?

রাজা। তুমি মূর্খ, তোমাকে আর কি বলব? স্ত্রীলোকের মান তুমি কেমন করে জানবে। স্বয়ং রমাপতি ও উমাপতি নারীর মান বাড়িয়েছিলেন।

বিদূ। মহারাজ! অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। এ অধীনকে উচিত উত্তর দিতে অনুমতি আছে বলেই বলছি। আপনার অগাধ বুদ্ধির গভীরতায় তলিয়ে গিয়ে আর থৈ পেলেম না। স্ত্রীলোককে অপমান করতে কখন বলেছি বলুন? আস্কারা দিতেই নিষেধ করেছি। রমাপতি কি আপনার মত স্ত্রৈণ হয়ে বাগেদবীকে বনবাসিনী করেছিলেন? না, উমাপতি একেবারে জাহ্নবী দেবীকে ভাসিয়ে দিয়েছেন? কেমন সামঞ্জস্যভাবে তাঁরা দুটী দুটী স্ত্রী লয়ে ঘর করছেন! আপনি সুরুচি দেবীর পাল্লায় পড়ে সুনীতে দেবীকে একেবারে গোল্লায় দিলেন।

সুরুচি। (স্বগতঃ) না, আর সহ্য হয় না। (প্রকাশ্যে) তবেরে ধূর্ত্ত চাটুকার! আমার করতলে এসেছ আর রক্ষা নাই। সখি মধুরিকে! প্রিয়ম্বদে! তোমরা এ বিটলেকে

লতাপাশে বন্ধন করে যাদুগৃহে সত্বর রক্ষা করগে। আমি পূজা সমাপন করে শীঘ্র যাচ্ছি।

[সুরুচির প্রস্থান।

বিদু। দোহাই মহারাজের! দোহাই মহারাজের! আমি গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, উচিত কথা বলার যদি এই ফল, কোন্ শালা আর আজ অবধি মুখ খোলে? আমি জিবে লাগাম দেব, কানে তালা ধরাব। বুঝলেম, সংসারে হাবা কালা হয়ে চলতে পারলে আর কোন গোল থাকে না। দোহাই রাজমহিষি! দোহাই রাজমহিষি! আপনি এমন আদেশ করবেন না—এ বেটীরা যেন আমায় না নিয়ে যায়, তাহ'লে আমিও মহারাজের মত একেবারে ভেড়া বনে যাব।

[বিদূষককে লইয়া সখিদ্বয়ের প্রস্থান।

১ম সখী। মহারাজ! একবার অশোকতলায় দিকে চলুন, রাজমহিষীর মদনপূজার ঘটাটা দেখবেন এখন।

রাজা। চল সখি, কিন্তু বসন্তকের উপর দেবীর এ দৌরাত্ম্য করা—

১ম সখী। আজ্ঞে তার উপর দিয়ে হয়ে গিয়ে আপনি যে পার পেয়েছেন এই যথেষ্ট—আর কোন কথায় কাজ নাই—আস্তে আস্তে এই বেলা পূজা দেখবেন চলুন।

রাজা। সখি! আর আমাদের কোথাও যেতে হবে না, ঐ দেখ মহিষী এই দিকেই আসছেন।

(সুরুচি ও সখীগণের প্রবেশ)

রাজা। দেবি! তোমার প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখে আমার প্রাণ

পুলকিত হ'ল। ইচ্ছা হচ্ছে ঐ বরাননে চন্দন লেপন করে কোমলাঙ্গ কুসুমালঙ্কারে ভূষিত করি।

সুরুচি। প্রাণবল্লভ! আজ প্রমোদোদ্যানে মদনপূজা সমাপন করে অধিনী আপনার পাদপদ্ম পূজা করবে বলে এখানে এল। আসুন, এই বেদীতে উপবেশন করুন।

(রাজাকে বেদীতে উপবেশন করাইয়া পূজাকরণ)

সখীগণ।— (গীত)

কিবা সুন্দর উপবন শোভিল।
অনুপম রূপে মন মোহিল॥
নব অনুরাগিণী, নবীনা বিনোদিনী,
সোহাগে গুণমণি বামে বসিল।
রসময় নরপতি, মহিষীও রসবতী,
কামদেব-পাশে রতি হাসি মিলিল॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুটীর।

(ধ্রুব ও সুনীতির প্রবেশ)

সুনীতি। হাঁরে ধ্রুব, তুই মুখ চুণ করে এর মধ্যে ফিরে এলি যে? একি! তোর চোক ছলছল করছে কেন? কি হয়েছে বল, মুনিতনয়েরা তোকে অনাদর করেছেন?

ধ্রুব। মাগো! তাঁরা এই ছেঁড়া ছোট কাপড় দেখে কেউ আমার সঙ্গে খেললেন না, বল্লেন 'ভাল কাপড় নিয়ে এস।' মা! তোমার দুটী পায়ে পড়ি আমায় একখানা ভাল কাপড় দাও।

সুনীতি। বাবা ধ্রুবরে! আমি যে বড় দুখিনী, ভাল কাপড় কোথায় পাব ধন, যে তোকে দেব? হায়! বিধাতা তোকে হতভাগিনীর সন্তান করেছেন তাই এত ক্লেশ পাচ্ছিস। নইলে তোর আজ কি আর কাপড়ের ভাবনা থাকত? যেমন অদৃষ্ট করে জন্মেছিস তারি ফলভোগ কচ্ছিস।

ধ্রুব। না মা, আমি ও অদৃষ্টের কথা শুনব না, আমাকে একখানা বড় দেখে কাপড় দিতেই হবে নইলে তোমায় ছাড়ব না। দেখ দেখি এখানি যে বড় ছোট, পরতে কুলোয় না।

সুনীতি। আচ্ছা, দাঁড়া বাপ দেখি।

(বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন করিয়া ধ্রুবকে পরাইয়া অলকা তিলকাদ্বারা সজ্জিত করণ)

(গীত)

ষাট ষাট ষাট বালাই বালাই রে বাছনি।
দূর হ'ক তোর সব নিছনি॥
নাহি সুবসন, রতন ভূষণ,
(ওরে কাঙ্গালিনী আমি কোথা পাব, ওরে রতন ভূষণ কোথা পাব)
চীর বহির্ব্বাস তিলক রঞ্জন,
তাতেই আমার চাঁদ ধ্রুবধন, সেজেছে কেমন চাঁদ-চূড়ামণি॥

দেখ্ দেখি এবার হয়েছেত!

ধ্রুব। হাঁ বেশ হয়েছে—তবে বলছিলে কাপড় কোথায় পাব—এইত মা বেশ কাপড় দিলে, এইবার তবে খেলতে যাই?

সুনীতি। এস বাবা! দেখো খেলা শেষ হ'লে আর কোথাও দেরি কোরনা।

ধ্রুব। না মা। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বন।

(ঋষিবালকগণের প্রবেশ)

(গীত)

কই এখনতো ধ্রুব এল না।
তার মা বুঝি আসিতে দিলে না॥
তবে খেলব বল ভাই কার সনে, মোরা সবাই ফুল্লমনে,
তপোবনে ধ্রুব বিনে কেউতো আর রাজা হবেনা॥
আমরা ত ভাই সবে জানি,
তার জননী অতি দুখিনী,
ভাল বসন বুঝি পায়নি,
তাই দুখে লাজে মুখ দেখালে না॥
অভিমানে যবে চলে যায়,
দু'নয়নে বারিধারা গড়ায়,
পুনঃ ফিরে চায়—থমকি দাঁড়ায়—
মোরা খেলিব না শুনে ফিরিল না॥

১ম বালক। আমরা সবাই খেলছি, ধ্রুব আমাদের সঙ্গে খেলতে না পেয়ে কেঁদে চলে গেল দেখে আমার ভাই বড় দুঃখ হয়েছে।

২য় বালক। তা ভাই কি হবে বল্? আমরা সকলে আজ নতুন কাপড় পরে এলেম, সে কেমন করে ছেঁড়া কাপড় পরে আমাদের সঙ্গে খেলবে?

৩য় বালক। যা হ'ক, ধ্রুবটী ভাই বড় সুবোধ, বুদ্ধিটুকু ও

বেশ; আর এর মধ্যে শরীরে বল দেখেছ? আমরা কেউ তাকে আঁটতে পারিনি।

১ম বালক। আর দেখতেও ভাই দিবিব্যটী, যেন রাজার ছেলের মত। সত্যি কথা বলতে কি ভাই, তার হাসিহাসি মুখখানি দেখলে আমরা সব ভুলে যাই।

৩য় বালক। আমি ভাই কিন্তু মার কাছে শুনিছি ধ্রুব মহারাজ উত্তানপাদের ছেলে।

৪র্থ বালক। দূর! তাহ'লে কি তার এত দুঃখ হয়? একখানি কাপড়ের জন্য কেন লালায়িত হবে? আর এই তপোবনে সামান্য কুটীরেই বা তাহ'লে বাস করবে কেন?

৩য় বালক। মা বলেছিলেন, মাতা সুনীতির সুরুচি বলে কে একজন সপত্নী আছে, মহারাজ তার বড় বশীভূত, তাই তার কথায় মহারাজ সুনীতি মাকে বনবাসিনী করেছেন।

১ম বালক। আচ্ছা ভাই, তাই যেন হ'ল। কিন্তু ধ্রুব বালক, সে কি দোষ করে যে মহারাজ তাকে এত কষ্ট দিচ্ছেন?

৩য় বালক। ভাই, শুনিছি ধ্রুব নাকি এই তপোবনেই জন্মেছে। বোধ হয় মহারাজ এখন তা শোনেননি, তাই তার এত কষ্ট।

১ম বালক। তবে ভাই এক কাজ কর্‌না; চল্‌না কেন ধ্রুবকে মহারাজের কাছে নিয়ে যাই, তাহ'লেই তার সব কষ্ট ঘুচবে।

৩য় বালক। ঐ যে ধ্রুব আসছে, মুখখানি হাসিহাসি দেখছি, বুঝি কারো কাছে ভাল কাপড় পেয়েছে।

১ম বালক। বেশ হয়েছে। চল্ ভাই, এই বেলা ওকে মহারাজের কাছে নিয়ে যাই।

৪র্থ বালক। হাঁ, সেই ভাল।

(ধ্রুবের প্রবেশ)

২য় বালক। ধ্রুব! এই বুঝি ভাই তোর ভাল কাপড়? এ যে আঁচল-ছেঁড়া! এতে কি হবে? না না ভাই নতুন কাপড় পরে এস তবে আমরা তোমার সঙ্গে খেলব।

ধ্রুব। ভাই, তোমাদের পায়ে পড়ি আমায় নিয়ে খেলা কর। আমার মা যে বড় দুঃখিনী, নতুন কাপড় কোথায় পাবেন যে আমায় দেবেন? আমি কত কেঁদে আবদার কল্লেম, শেষে নিজে কেঁদে আমার মুখ মুছিয়ে আপনার আঁচল থেকে এই কাপড়টুকরো টুকু ছিঁড়ে আমায় পরিয়ে দিয়ে বল্লেন "বাছা! তুই যে অভাগিনীর গর্ভে জন্মেছিস, নইলে আজ কি আর তোর কাপড়ের ভাবনা?"

১ম বালক। ভাই ধ্রুব, তোমার মা সত্যি কথাই বলেছেন। তোমার কি ভাই কাপড়ের ভাবনা? তুমি যে উত্তানপাদ রাজার পুত্র, তুমি তপোবনে জন্মগ্রহণ করেছ তিনি এখনও বোধ হয় তা শোনেননি, তাই তোমার এত কষ্ট। চল ভাই, আমরা তোমায় সঙ্গে করে মহারাজের কাছে নিয়ে যাই, তাহ'লেই তোমাদের সকল কষ্ট দূর হবে।

৩য় বালক। ভাই ধ্রুবরে! এস তবে আমরা আনন্দ করতে করতে মহারাজের কাছে যাই।

সকলে।— (গীত)

নেচে নেচে চল্‌না সবাই ধ্রুবের পিতার কাছে যাই।
রাজ-হৃদয়ে ছেলের মায়া দেখব আছে কিবা নাই॥
ফল ফুল নাও যতন করে,
দিব সব রাজার করে,

বিনয় করে বলে তাঁরে সুনীতি মা'র দুখ জানাই।
আদরের ভাই ধ্রুব ধনে,
রাজার কোলে সিংহাসনে,
দেখব সবে ক্ষুন্নমনে আনন্দের আর সীমা নাই॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রাসাদ-তোরণ।

(দ্বারীদ্বয়)

১ম দ্বারী। আচ্ছা ভাই, সুনীতি দেবী ত বরাবরই শান্ত শিষ্ট ছিলেন, মা'র মত আমাদের সকলকে স্নেহ যত্ন করতেন, তবে শেষকালে তাঁর অমন দুর্গতি ঘটল কেন?

২য় দ্বারী। চুপ কর ভাই চুপ কর, আড়াল থেকে যদি কেউ শোনে তাহ'লে এখনি সর্ব্বনাশ হবে। ও বড়লোকের বড় কথা; আমি তাই দেখে শুনে ভোম হয়ে আছি। ভাল মানুষের বাপ আঁটকুড়ো, সংসারে চালাকি করে যেতে পাল্লেই জিতে গেল।

১ম দ্বারী। কি ভাই? কি? তোমার কথায় আমার মনে যে আরও খট্‌কা লাগল?

২য় দ্বারী। দশচক্রে ভগবান্ ভূত হয়েছিলেন, এও তাই। ঐ যে সুরুচি দেবীর দাসী রহলা ঠাকরুণ—তিনিই এই নাটের গুরু!

১ম দ্বারী। কি বল্লি ভাই? রহলা? রহলা? সে মাগী কি বলেছে?

২য় দ্বারী। সেই মাগীইত কাণ ভাঙ্গিয়ে সুনীতি দেবীকে মহারাজের বিষ নয়নে ফেলেছিল। তাতেও তার আশ মেটেনি, শেষ ফন্দি করে বড় রাজমহিষীকে বনবাসিনী করে ছাড়লে।

১ম দ্বারী। অ্যাঁ! রহলা বেটী এমন দুষ্ট! তার পেটে যে এমন নষ্টামি তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না। ভাই, তুমি এ সকল জেনে শুনে চুপ করে আছ? মহাবাজকে কিছু বলনি কেন?

২য় দ্বারী। মহারাজ সকলি জানতে পেরেছেন। পাল্লে কি হবে? এখন আর কি মহারাজ "মহারাজ" আছেন, ছোটরাণীর মন্ত্রের চোটে একেবারে "আচাভূয়া" হয়েছেন!

(রহলার প্রবেশ)

রহলা। অলপ্পেয়ে ডেকরা! আমার সঙ্গে নষ্টামো? আমি তোর খয়ের খাবার যুগ্যি নয় বটে? আচ্ছা থাক্ দেখবি! মনসার সঙ্গে বাদ করে যেমন চাঁদ সদাগরের দুর্দ্দশা হয়েছিল, তোরও তাই হবে। সাঁতালি পর্ব্বতে লোহার বাসরঘরে লখিন্দরকে রেখেছিল, কৈ তাতেও তার প্রাণ বাঁচল কৈ? তুই যেখানেই থাকিস আর যেখানেই যাস, আমি তোর হাড় চিবুব—মাস খাব—চামড়া নিয়ে ডুগ্‌ডুগি বাজাব।

১ম দ্বারী। (জনান্তিকে) বেটী টের পেয়েছে নাকি? তবেই দেখছি একটা কাণ্ড বাধাবে!

রহলা। অমর সিং! ধরম সিং! চেৎ সিংকে এখান দিয়ে যেতে দেখেছ?

১ম দ্বারী হাঁ, এই কতক্ষণ চেৎ সিংকে যেতে দেখেছি। মহারাজ তাকে বিশেষ কাজে পাঠিয়েছেন।

২য় দ্বারী। যাবার সময় আমাদের বলে গেছে যে এতক্ষণ রহলার জন্য আমি অপেক্ষা করে ছিলেম, কিন্তু মহারাজের কোন বিশেষ কাজে এখন আমাকে যেতে হ'ল, যদি রহলা এখানে আসে তো বোলো রাজাদেশ পালন করেই আবার তার সঙ্গে দেখা করব।

রহলা। তবে ভাল, নইলে এখনি আমি আঁটকুড়ীর বেটার মাথাটা নিয়ে ভাঁটা খেলাতেম। আমি তেমন মেয়ে নই! আমার খপ্পরে পড়লে রাজা রাজড়ারও নিস্তার নেই! বড় রাজমহিষী গ্যাদায় আমায় চড়া কথা বলেছিল বলে ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জ্জন দিয়েছি।

১ম দ্বারী। আরে দেখ্ দেখ্ কতকগুলো ছেলে জোট বেঁধে এই দিকে আসছে। এদের মতলবখানা কি? রাজ-বাড়ীতে ঢুকবে নাকি?

২য় দ্বারী। হাঁ, প্রায় অবারিত দ্বার আর কি! যে সে মনে কল্লেই ঢুকবে! এ রাজা রাজড়ার বাড়ী—ঢোকা বড় ঠকঠকি। যমদূতের মত প্রহরী এখনি চারদিক থেকে বেরিয়ে ঘাড় মটকে দেবে।

রহলা। দেখ্, ওরা যদি গানটান গাইতে পারে, তাহ'লে রাজবাড়ীতে যেতে নিষেধ করিসনি। বোধ হয় ছোট রাজ-মহিষী ওদের ডাকিয়ে থাকবেন। যাই, আমি তবে তাঁকে সংবাদ দিইগে।

[প্রস্থান।

২য় দ্বারী। আঃ রাম বল—বাঁচলেম! যার ভয়ে আমরা জড়সড় হয়ে সর্ব্বদা মুখে কুলুপ দিয়ে থাকি, হঠাৎ অকালের

বাদলের মত সেই মাগী সামনে এসে উপস্থিত! ভাগ্যে কোন কথা শুনতে পায়নি, তাহ'লে কি আর রক্ষা থাকত! তাইত হে, ছেলেগুলো যে সত্যি সত্যি এইদিকে আসতে লাগল, ব্যাপারখানা কি?

১ম দ্বারী। আহা দেখ ভাই, এদের কেমন সুন্দর মূর্ত্তি, শান্ত স্বভাব, সুকোমল গঠন! ভাই, এদের দেখে আমার বড় স্নেহ হচ্চে।

২য় দ্বারী। আর দেখ, ঐ মাঝের ছেলেটীকে দেখেছ? ওর আকার প্রকার ঠিক যেন আমাদের রাজার মত। ওকে দেখে আমার আরও মমতা জন্মাচ্চে।

(ঋষিবালকগণের প্রবেশ)

১ম দ্বারী। কে হে তোমরা? কোথা যাবে? এখানে কি মনে করে এসেছ?

১ম বালক। দ্বারি, আমাদের যেতে দাও—আমরা ঋষি-কুমার—মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি।

২য় দ্বারী। রাজাদেশ বিনা আমরা কেমন করে তোমাদের যেতে দেব?

১ম বালক। সেকি! তোমরা রাজ-কিঙ্কর হয়ে এখনও ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা করতে শেখনি? আমাদের জন্য যে সকল দ্বারই অবারিত। মহারাজকে দেখতে এসেছি, আশীর্ব্বাদ করেই চলে যাব, নিষেধ করছ কেন?

১ম দ্বারী। তোমাদের যেতে আমরা নিষেধ করছিনে, কিন্তু ঐ বালকটীকে দেখে মনে সন্দেহ হচ্চে উনি কখনই ঋষি-কুমার নন, ওঁর আকারে বিলক্ষণ রাজলক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে।

১ম বালক। দ্বারি, ইনি সসাগরা ধরার অধীশ্বর মহারাজ উত্তানপাদের ঔরসে রাজমহিষী সুনীতির গর্ভে তপোবনে জন্মগ্রহণ করেছেন। এঁর নাম ধ্রুব। পিতাকে দেখবার জন্ম রাজসভায় গমন করছেন, নিবারণ করতে হয় কর।

২য় দ্বারী। কি? মা সুনীতির সন্তান! শীঘ্র আসুন, আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

(বালকগণের পুরীপ্রবেশ)

(রহলার প্রবেশ)

রহলা। ওরে কল্লি কি কল্লি কি! যাঃ—একেবারে সর্ব্বনাশ কল্লি?

১ম দ্বারী। কেন, কি হয়েছে?

রহলা। আঁটকুড়ীর বেটারা! আমার কাঁচা মাথাটা কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়েছেন, আবার বলছেন কি হয়েছে! কেবল দেখতেই যমরার মত হোমরা চোমরা, হাতে ত কুকুরমারার মত কোঁৎকারও খুব বহর, কিন্তু কাজের সময় আঁতকে উঠে একেবারে ভেকো বনে গেলি? তা হবেই ত, দিন রাত ভাং খেয়ে আগড়ভোম হয়ে আছিস, তোদের দ্বারা কি কোন কাজ হয়?

২য় দ্বারী। গন্তানি, তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা! এক কিলে এখনি চেহারা বিগড়ে দেব জানিস? এতদিন আমরা তোর সকল কথা সহ্য করিছি, তোকে অনেক রেয়াৎ করিছি, কিন্তু এখন আর তা হবে না, এইবার তোকে নিকেশ করব।

১ম দ্বারী। বেটী মুড়কিমুখী! মন্ত্রনাপনা করে বড়রাণীর

সর্ব্বনাশ করিছিস; গা দুলিয়ে গয়না নাড়া আর সাজবেনা। এবার রাজকুমার ধ্রুব এসেছেন তোর সকল ভুর ভেঙ্গেছে; এখনি মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেশ থেকে বার করে দেব।

রহলা। তবে রে নির্ব্বংশের বেটারা! যখন আমায় ঘাঁটিয়েছিস তখন তোদের বাবারও নিস্তার নেই; এই মাথা খাব—খাব—খাব—তবে ছাড়ব! যাই আগে ছোটরাণীর কাছে যাই, তারপর এসে মুড়ো খেংরায় বিষ ঝেড়ে দূর করে তাড়িয়ে দেব।

[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজ-সভা।

(রাজা উত্তানপাদ, উত্তমকুমার, মন্ত্রী, বিদূষক ও সভাসদগণ আসীন)

রাজা। কেমন মন্ত্রি, আমার উত্তমকুমারের লক্ষণাদি দেখে তুমি কি অবধারণ কল্লে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ, রাজকুমারের লক্ষণাদি সকলই ভাল কিন্তু—

রাজা। কিন্তু কি?

বিদূ। মহারাজ, মন্ত্রী মহাশয় 'কিন্তু' বলে একটু কিন্তু হচ্ছেন কেন শুনবেন? ঐ যে বলে "পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাহি কেবলম্"—এই আমাদের রাজকুমারের সকলি সুলক্ষণ, দোষের মধ্যে একটু মূর্খতা—কেননা "বিদ্যাস্থানেভ্যঃ এব চ।"

রাজা। মূর্খ, তোমার সকলের সঙ্গেই তামাসা?

বিদূ। মহারাজ, মন্ত্রী মহাশয়ের বিবেচনার দৌড়খানা একবার দেখুন। এমন সর্ব্ব সুলক্ষণ রাজকুমারেরও আবার খুঁৎ পাড়বার যোগাড়ে আছেন। এক 'কিন্তু'তে এক মালসা পরমান্ন সাবাড়ের ঢোক গিল্লেন।

রাজা। একি! সহসা ঋষিবালকেরা কেন উপস্থিত হ'ল? এদের দেখে আমি বড় পুলকিত হলেম। আমরি মরি! দেখ দেখ ওদের মধ্যে ঐ সৌম্যমূর্ত্তি বালকটীকে দেখে আমার হৃদয়ে সহসা অপত্য স্নেহের উদয় হ'ল কেন? কি আশ্চর্য্য! আকার প্রকার অঙ্গ সৌষ্ঠবে এ যে আমারি সাদৃশ্য! মহিষী সুনীতি দেবীকে তপোবনের সমীপবর্ত্তী স্থানে নির্ব্বাসিত করেছি, তবে এ বালকটী কি আমারি আত্মজ! তা না হ'লে কেনই বা ওকে দেখে আমার এত মমতা হবে? না না বোধ হয় অন্যের তনয়কে স্বীয় তনয় ভ্রমে বৃথা আশ্বাসে আশ্বস্ত হচ্ছি। যাই হ'ক এখনি পরিচয় পাওয়া যাবে।

(ঋষিবালকগণের প্রবেশ)

বালকগণ।— (গীত)

জয় ধরাপতি, প্রজাগণ-গতি,
নররূপে স্থিতি নারায়ণ!
সরল অন্তরে, আশীষি তোমারে,
সুখাসন সুখে কর সুশোভন॥
শুন হে নৃপতি, মোদের মিনতি,
অতি সাধ্যা সতী মহিষী সুনীতি,
তাহার গরভে, জন্মে এ সুনীতি,
তব ধ্রুব-ধনে কর সম্ভাষণ॥

রাজা। (উত্তমকুমারকে অঙ্ক হইতে নামাইয়া ধ্রুবকে স্থাপন করিয়া) আয় বৎস, আয় আমার অঙ্কে বসে তাপিত প্রাণ শীতল কর্।

সভাসদ্‌গণ। মহারাজ! মহারাজ! সুসন্তান ক্রোড়ে করে ধন্য হলেন।

(কক্ষ বাতায়নে সুরুচি ও রহলার প্রবেশ)

সুরুচি। মহারাজ, করেন কি? করেন কি? আমার উত্তমরতনকে ভূমে নামিয়ে দিয়ে ও কাকে কোলে কল্লেন? চক্ষের আড় না হতে হতেই এই কল্লেন, অধিনী মলে না জানি আপনি আরও কি করতেন। দাসি, তুমি শীঘ্র যাও, আমার নয়নমণি উত্তম নিধিকে শীঘ্র আমার নিকট নিয়ে এস।

[রহলার প্রস্থান।

রাজা। মহিষি, তুমি ওখানে? না, আমিত উত্তমকে অযত্ন করিনি। তবে এই বালকটী সিংহাসনে উঠবার বাসনা করছিল তাই ওকে সন্তুষ্ট করবার জন্য—

সুরুচি। আমি আর কোন কথা শুনতে চাইনা। যে সে মনে কল্লেই যদি রাজ-সিংহাসনে বসতে পায়, তাহ'লে সে সিংহাসনের আর মর্য্যাদা কি রইল?

ধ্রুব। মা! আমি অপর কেউ নই, তোমারি সন্তান, আমার নাম ধ্রুব। মাতা সুনীতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিছি। অপর কার সাধ্য এই আসনে উঠতে প্রয়াস পায়?

সুরুচি। কি! তুই ধ্রুব? দুর্ভাগিনী সুনীতির তনয় ধ্রুব? ওরে হতভাগ্য বালক! তুই রাজপুত্র হলেও রাজাসনে বসবার যোগ্য নস, কেননা তুইত আর আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিস নি?

ওরে অধম বালক! তুই যে রাজার অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মেছিস, তবে কি সাহসে এই দুর্লভ বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করিস? যদি তোর রাজাসনে বসবার একান্ত বাসনা হয়ে থাকে, তবে তপস্যার দ্বারা চরাচর-গুরু পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির আরাধনা করে আমার গর্ভে এসে জন্মগ্রহণ করিস, এখন এখান থেকে দূর হ।

[প্রস্থান।

বালকগণ। ধিক্ মহারাজ! ধিক্ মহারাজ! ধিক্ মহারাজ!

সভাসদ্গণ। মহারাজ! আপনি এ কি কল্লেন?

১ম বালক। ধ্রুবরে! ভাই, তুই আর কাঁদিসনি। তোর ম্লানমুখ দেখে চক্ষে জল দেখে আমাদের বুক যে ফেটে যায়। মহারাজ! এমন দয়ামায়াহীন রাজার অধিকারে আর আমরা থাকব না।

সকলে।— (গীত)

(এখন) আয় ভাই মোদের সনে, নিরজন দূর বনে,
তোরে অভিষেক করে ফুল্লমনে,
আজ বসাব রাজ-সিংহাসনে।

৩য় বালক। মহারাজ! যদি বল আমরা বালক, তীর্থজল পাব কোথা, তা না হলেত আর অভিষেক হবেনা—তার ভাবনা কি?—

সকলে।— (গীত)

আপন আপন পিতার কমণ্ডুলে,
আছে পূর্ণ নানা তীর্থজলে,
(তোরে) স্নান করিয়ে সে শুচি জলে,
বনে রাজা করব কুতূহলে॥

১ম বালক। মহারাজ! তুমি মনে করতে পার যে আমরা যেন ধ্রুবকে বনে গিয়ে রাজাই কল্লেম কিন্তু আমরা বালক কোথায় কি পাব যে ওকে রাজকর দেব? কিন্তু মহারাজ! তুমি এমন মনে কোরোনা—

সকলে।— (গীত)

ফলমূল আহরণ করে
নিতি কর দিব তোর কোমল করে,
মোদের তপস্যার বল
তোর হবে রে সম্বল
হ'বি সসাগরাপতি সেই জোরে—
কাজ নাই এ ছার সিংহাসনে
চ' ভাই ধ্রুব যাইরে বনে ॥

[ধ্রুব ও বালকগণের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

।র।

(একদিক হইতে সুনীতি, অপরদিক হইতে ধ্রুব ও ঋষিবালকগণের প্রবেশ)

সুনীতি।— (গীত)

কেন কেন ধ্রুবধন শ্বাস বহে ঘন ঘন।
কি লাগি হতেছে রে তোর চারু অধর কম্পন ॥
কে দিল দারুণ দুখ, ম্লান কেন চাঁদমুখ,
বিদরিয়ে যায় বুক, হেরে সজল নয়ন ॥

১ম বালক। মাগো সুনীতি, আমরা আজ তোর ধ্রুবকে নিয়ে মহারাজ উত্তানপাদের রাজসভায় গিয়েছিলেম, পরিচয় পেয়ে মহারাজ আহ্লাদে ধ্রুবকে কোলে নিতে অভিলাষী হলেন, ধ্রুবও আনন্দে বাহুপ্রসারণ করে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হ'ল; এমন সময় সেই গর্ব্বিতা কনিষ্ঠা রাজমহিষী সুরুচি দুর্ব্বাক্যবাণে ধ্রুবের কোমল কলেবর জর্জ্জরিত কল্লে। আর বল্লে 'ওরে অবোধ বালক! তুই মহারাজের অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত হয়ে কোন্ সাহসে সিংহাসনে বসতে অভিলাষ করিস? এ দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে শীঘ্র এস্থান হতে দূর হ।' মাগো! এ কথা শুনে ধ্রুব অভিমানে একেবারে ম্রিয়মান হয়ে রোদন করতে লাগল। আমরা কত ভুলালেম, শান্ত করতে চেষ্টা কল্লেম, কিছুতেই ভুললো না—কাঁদতে কাঁদতে তোর কাছে এসে উপস্থিত হ'ল, তুই মা একে শান্ত কর্। বেলা শেষ হয়েছে, এখন আমরা ঘরে যাই।

[বালকগণের প্রস্থান।

সুনীতি। ধ্রুবরে, কাঁদিসনি বাপ, তোর কান্না দেখলে আমি বড় অস্থির হই। দুঃখ কল্লে কি হবে বল্। বাবা, যেমন অদৃষ্ট লয়ে জন্মেছিস তার ফলভোগ ত করতেই হবে। যদি তোর ভাল অদৃষ্ট হত তাহ'লে তোর বিমাতা কি অমন কথা বলতে পারত? যদি উত্তমের মত পূর্ব্বজন্মে পুণ্যকর্ম্ম করতিস তাহ'লে এ হতভাগিনীর গর্ভে তোরে জন্মগ্রহণ করতেও হতনা, আর এমন মনের দুঃখও পেতিসনি। বাপরে, সুরুচির কথায় তোর যদি প্রাণে বড় আঘাত লেগে থাকে তাহ'লে এই বেলা অবধি শান্ত সুশীল হয়ে পুণ্যসঞ্চয় করতে আরম্ভ কর্।

ধ্রুব। মাগো! বিমাতার বাক্যবাণে আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়ে গেছে, তুমি আমায় শান্তনা করবার জন্য যা বল্লে সে সকল কথা যে আর স্থান পাচ্ছে না।

সুনীতি। হাঁরে ধ্রুব! তোর বিমাতা এমন কি কথা বলেছে যে তোর এত দুঃখ হয়েছে?

ধ্রুব। মা! তিনি বল্লেন যে 'চরাচর-গুরু হরির আরাধনা না কল্লে রাজসিংহাসনে কেউ বসতে পায় না। আরে অবোধ বালক! যদি সিংহাসনে বসতে তোর একান্ত সাধ হয়ে থাকে তবে সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির আরাধনা করে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিস।' মাগো! যাতে পদ্মপলাশলোচন হরিকে দেখতে পাই তার উপায় বলে দাও।

সুনীতি। ধ্রুবরে! তবে তুই আর দুঃখ করিস কেন বাছা? দুঃখ কল্লে কি হবে বল্? আমাদের দুঃখের ত আর পার নাই। পারাবারের কাণ্ডারী হরি যদি কখন এ দুঃখ মোচন করেন তবেই মঙ্গল, নচেৎ এ জীবন দুঃখেই অবসান করতে হবে। বৎসরে! রাজমহিষী সুরুচি তোরে সার উপদেশ দিয়েছেন যে শ্রীহরির আরাধনা ব্যতীত কেহই রাজসিংহাসনে বসতে পায় না। কিন্তু এটী তাঁর অন্যায় উপদেশ দেওয়া হয়েছে; কারণ যদি শ্রীহরির আরাধনা করে তাঁর সাক্ষাৎ লাভই কল্লি তবে আবার তোরে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করতে কেন হবে। যাই হ'ক, যদি রাজ-সিংহাসনে বসতে এত সাধ হয়ে থাকে তবে অভিমান পরিত্যাগ করে সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির আরাধনা কর্, তিনি ভিন্ন তোর এ দারুণ দুঃখ কেহই মোচন করতে পারবে না।

ধ্রুব। মা! তুমি যে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির কথা বল্লে তিনি কোথায় থাকেন—কেমন করে তাঁর দেখা পাওয়া যায়—কোথা থেকে ডাকলে তিনি শুনতে পান—তুমি দয়া করে আমায় তাই বলে দাও। মা! দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, যদি এ মনের বেদনা তাঁকে জানালে তিনি নিবারণ করেন তাহ'লে আমি খেলা ছেড়ে, আমার সঙ্গীদের ছেড়ে প্রত্যহ তাঁকে ডাকব, রাতদিন তাঁর কাছে কাঁদব।

সুনীতি। ধ্রুবরে! তোর মধুমাখা কথা শুনে আমার প্রাণ জুড়াল। কিন্তু বাপ, সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির আরাধনা করা যে বড় কঠিন; তুই ত এখন তা পারবিনি, আগে বড় হ'—তারপর বলব তিনি কোথায় থাকেন কি করে তাঁর দেখা পাওয়া যায় কেমন করে তাঁকে ডাকতে হয় কোথা থেকে ডাকলে তিনি শুনতে পান—সব বলব।

ধ্রুব। মা! তোর পায়ে পড়ি আমায় বল্ মা বল্। এখন অবধি জানতে পাল্লে তাঁকে ডাকতে শিখলে বড় হ'লে তাঁকে ভাল করে জানতে পারব ভাল করে ডাকতে শিখব।

সুনীতি।— (গীত)

ধ্রুবরে! ও বাপ যাদুমণি!
আমি অজ্ঞান কুল-রমণী।
ছেড়ে বিষয়-বাসনা হরি-আরাধনা
কায়মনে কভু করিনি॥
তুমিও এখন অতি শিশুমতি
বল কি করে বুঝাব তোরে

হরি-আরাধনা-রীতি ;
তবে সাধুজনগণ-মুখে শ্রীগুরু সম্মুখে
যা শুনেছি বলি শুনরে বাছনি ॥

(গীত)

নিরঞ্জন কাননে কায়মনোবচনে
চিত্তে চিন্ত চিন্তামণি-চরণ।
সংসার ত্যাগী মুমুক্ষু যোগী
হয়ে অনুরাগী যাঁরে করে স্মরণ ॥
মায়ামোহ পরিহরি' বাস-বাসনা ছাড়ি'
ডাক নিয়ত প্রাণের হরি তবে পাবে দরশন ॥

ধ্রুব। মা মা ! তুমি যা বল্লে তাই কল্লে ত সেই পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীহরিকে পাওয়া যাবে ?

সুনীতি। হাঁ বাছা তাই করতে পাল্লে তবে তাঁকে পাবি। এখন রাত হয়েছে ঘুমিয়ে পড় ; আবার কাল সকালে ভাল করে তোকে হরিনামামৃত পান করাব।

(উভয়ের শয়ন, ক্ষণপরে উভয়ের উত্থান)

সুনীতি। ধ্রুব ! একি বাছা তুই ঘুমুতে ঘুমুতে চমকে উঠে অন্যমনস্ক হয়ে বসে কি ভাবছিস ?

ধ্রুব। মা ! তুমি যে পদ্মপলাশলোচন হরির কথা বল্লে, তিনি যেন দূর বন হতে নাচতে নাচতে আমার কাছে এসে মৃদু হেসে আমায় ডাকলেন আর বল্লেন 'ধ্রুব ! আয় বাছা আমার সঙ্গে আয় আমি তোর সকল দুঃখ মোচন করব।'

মা! তাঁর মধুমাখা কথা শুনে আমি উঠে বসলেম কিন্তু কৈ তাঁকেত দেখতে পেলেম না!

সুনীতি। পাগল ছেলে! হরিকথায় তোর মন এত গলে গেছে যে তুই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেই কথা ভাবছিস? নে বাছা আর পাগলামি করিসনি রাত অনেক হয়েছে এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমো। (উভয়ের শয়ন)

ধ্রুব। (উঠিয়া স্বগতঃ) এমন করে অধীর হলে চলবেনা। ছুতো করে চুপ করে শুয়ে থাকি, মা ডাকলে এবার আর উত্তর দেব না তাহ'লেই মা ভাববেন যে আমি ঘুমিয়েছি; ঘুমের ভাণে মাকে ভুলাতে হবে।

সুনীতি। (উঠিয়া) ওকি বাছা! আবার তুই উঠে বসে রয়েছিস?

ধ্রুব। মাগো! তোমার কথাগুলি ভাল লেগেছিল বলে বসে বসে তাই ভাবছিলেম। এইবার ঘুম পাড়াও মা, আর আমি উঠে বসব না।

(উভয়ের শয়ন ও ক্ষণপরে ধ্রুবের উত্থান)

(স্বগতঃ) এইবার মা ঘুমিয়েছেন, পদ্মপলাশলোচন হরির আরাধনা না কল্লে আমার দুঃখমোচনের আর উপায় নাই। নির্জ্জন কাননে গিয়ে কায়মনে তাঁকে ডাকতে হবে। আহা আমার মায়ের আর কেউ নাই—বড় দুঃখিনী! আমি গেলে মা যে পাগলিনীর মত কেঁদে বেড়াবেন তখন মাকে কে শান্তনা করবে? বনদেবি—বৃক্ষ—লতা—গুল্ম—রজনীদেবি—চন্দ্র—তারা! তোমরা আমার দুঃখিনী মাকে দেখো, আমি হরি আরাধনা করতে বনে গমন করি। (সুনীতিকে প্রণাম করিয়া)

মাগো! তোর ধ্রুব মনোদুঃখ দূর করবার জন্য তোরই উপদেশে বনগমন করছে, আশীর্ব্বাদ কর যেন বাসনা পূর্ণ হয়।

[প্রস্থান।

সুনীতি। (নিদ্রিতাবস্থায়) সুরুচি—বোন্—সপত্নী বলে আমার উপর তোমার জাতক্রোধ হতে পারে। আমার দুর্দ্দশা যা করবার তা ত করেছ; আমার দুখের ছেলে ধ্রুব ত তোমার কোন অপরাধ করেনি, দুর্ব্বাক্য বাণে এর কোমল প্রাণে কেন আঘাত দিলে? ধ্রুব ঘুমো বাবা ঘুমো—গোবিন্দ ভিন্ন আমাদের দুঃখ দূর করবার আর কেউ নাই! (উঠিয়া) একি! কৈ ধ্রুব কোথায়? বাছা ত আমার কাছে শুয়ে নাই। কোথায় গেল? তবে কি ঘুমের ঘোরে মনের দুঃখে সত্য সত্যই বনে গেল? অঁ্যা—এই যে দরজা খোলা রয়েছে! হায় হায় কি হবে কি হবে? গভীর রাত্রি—দুর্গম অরণ্য—আমার ধ্রুবধন প্রাণ হারাতে কি বনে গেল!!

(গীত)

কৈ আমার ধ্রুব কৈ!
নয়নের মণি ধ্রুব কৈ—অঞ্চলের নিধি ধ্রুব কৈ!
হায় হায় বাছা কোথা গেল, এই যে ঘুমায়েছিল,
উঠে তবে কোথা পলাইল॥
আমার গৃহ শূন্য কোল শূন্য, মন শূন্য প্রাণ শূন্য,
হেরি সকল আঁধার ধ্রুব ভিন্ন, ওগো বল তারে কে হরিল॥
গুল্ম লতা তরু ভূচর খেচর, গিরি গুহা নদী তড়াগ নির্ঝর,
নীলাম্বর-শোভা তারা শশধর, ধ্রুবধনে মোর কে দেখিলে বল॥

[দ্রুত প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—বনপথ।

(ধ্রুব)

(গীত)

কোথা পদ্মপলাশলোচন নারায়ণ!
মধুসূদন হে ভয়বিপদ-ভঞ্জন॥
কুটীর বাহিরে ছিলে, কেন মোরে ডাকিলে,
এসেছি যে মায়ে ফেলে, (ত্বরা) দাও হে হরি দরশন।
তব মৃদু মধুর বচন, ব্যাকুল করিল মন,
নবঘন গরজনে, চাতকে করে যেমন;
ধেয়ে এলেম আপনা ভুলে,
পালাও কেন আমায় ফেলে,
মদনমোহন মধুসূদন!!

(সিংহ ব্যাঘ্রাদি ভীষণ বনজন্তুগণের তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে প্রবেশ)

এরা কে? গম্ভীরস্বরে কি বলছে? ওঃ বুঝিছি বুঝিছি—এরাও আমার মত ব্যাকুল হ'য়ে সেই পদ্মপলাশলোচন হরিকে ডাকছে।

(গীত)

ভাই! তবে তোরা এগিয়ে চ'না,
দয়া ক'রে সঙ্গে নেনা,
তোরা মোরে দেখিয়ে দেনা পদ্মপলাশলোচন!

(অগ্রসর ও বনজন্তুগণের পলায়ন)

পালালে ? পালালে ? তোমরাও আমায় ফেলে পালালে ? যাবে কোথা—তোমরা যে এখন আমার সঙ্গী, তোমাদের কখনই ছাড়ব না। তোমরা সবাই মিলে আমার সঙ্গে একবার তাঁরে ডাক দেখি, তাহ'লে তিনি শুনতে পাবেন।

(গীত)

কোথা পদ্মপলাশলোচন নারায়ণ !

মধুসূদন হে ভয়বিপদভঞ্জন !!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নিবিড় বন।

(ধ্রুব)

ধ্রুব। দয়াময় ! আমি তোমায় চিনিনে বলে বড় ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছ ; এবার দেখতে পেলে হয়, তারপর দেখব তুমি কেমন করে পালাও। (চমকিত হইয়া) আমার সামনে দিয়ে কে গেল ? না, পেছনে যে আবার কার পায়ের শব্দ পাচ্ছি ! এই যে বামপাশে—আবার একি ! ডানদিকে এল কে ? একি হ'ল ! একি হ'ল !—হরি দয়াময় ! এমন করছ কেন ?

(গীত)

আশে পাশে পুরোভাগে, আমি ফিরাই আঁখি যেই দিকে,

মায়া করি' হরি খেল লুকোচুরি

'কেন ছায়ারূপে দাও দরশন !

নারায়ণ মধুসূদন—ভয়বিপদভঞ্জন !

পদ্মপলাশলোচন !!

(বিকটাকার রাক্ষসগণের আবির্ভাব ও হুঙ্কার)

অ্যাঁ—এ আবার কি! মা যে জুজুর ভয় দেখাতেন এ সেই নাকি? না না তাহ'লে ও অমন ব্যাকুল হবে কেন? ওকি সেই পদ্মপলাশলোচন হরিকে ডাকতে এসেছে? অথবা তিনিই ঐ রূপ ধরে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? যাই হ'ক এবার যখন সামনে পেয়েছি আর ছাড়ব না।

(গীত)

ভীষণ মূরতি ধরি' কারে ভয় দেখাও হরি!
ডরিব না তোমায় হেরি' ক্ষণেক দাঁড়াও প্রণাম করি।
নারায়ণ মধুসূদন—ভয়বিপদ্‌ভঞ্জন!
পদ্মপলাশলোচন!!

(রাক্ষসগণের অন্তর্দ্ধান)

তাইত আবার চ'লে গেলেন! তবে এখন কি করি কোথা যাই? হরি দয়াময়! আমি অবোধ বালক আমাকে কি এত ছলনা ক'রতে হয়, এত ভয় দেখাতে হয়? আমি যে তোমায় পাব বলে মাকে ফেলে দূর বনে এসে কেঁদে কেঁদে এত ডাকছি তবুও কি আমার প্রতি দয়া করবে না? আচ্ছা আমি ঐ গাছের তলায় বসে একটু বিশ্রাম করি তারপর দেখব কেমন তুমি আমায় ছলনা করে পালিয়ে যাও।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মধুবন।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ।— (গীত)

মিলি তারে তারে বীণা ডাকরে তারে।

(বীণারে! বল হরে রাম হরে রাম)

(যতক্ষণ তোমার ক্ষীণতন্ত্র ছিন্ন না হয়)

যাঁর নামে ভবভয় যায়রে দূরে॥

যে নামের পেয়ে আভাষ, পরিহরি' গৃহ-বাস,

মহাযোগী কীর্ত্তিবাস শ্মশানে ফেরে।

বিনয় ক'রে করে ধরে, শোনরে বীণে বলি তোরে,

(বীণারে! তুইত আমার হরিনাম-মহামন্ত্র সাধনের প্রধান সহায়)

মিলি' রসনার স্বরে বল হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

চরাচর গুরু হরির আদেশে এই ত তাঁর প্রিয়স্থান রম্য মধুবনে এসে উপস্থিত হলেম ; কই কোথা সেই উত্তানপাদ-পুত্র ধ্রুব ? ভগবানের অনুপম লীলা মাহাত্ম্য! দুগ্ধপোষ্য পঞ্চম-বর্ষীয় বালক তাঁকে পাবার জন্য মাতৃক্রোড় পরিত্যাগ করে নিবিড় বিজন গহনে আগমন করেছে। খেলার বালক আজ যোগী-জন-ধ্যেয় আদিদেবকে লাভ করবার জন্য লালায়িত। বিচিত্র! বিচিত্র! না—না বিচিত্রই বা কিসে ? যে বিভুর বিভূতিমায়ায় অভিভূত হয়ে সমস্ত জীব যখন চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় কার্য্য করছে, তাতে ক্ষুদ্র বালক যে এই অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করবে আশ্চর্য্য কি! ঐ না অদূরে তমালতলে অস্ফুট-

স্বরে রোদন করে কে পদ্মপলাশলোচন বাসুদেবকে আপন মনো-বেদনা জানাচ্ছে? হাঁ ঠিক ঠিক, ঐ সেই ধ্রুব। ও যে নিতান্ত শিশু—ওকে কি উপদেশ দেব? প্রভুর আদেশ—দিতেই হবে। ভগবান্ বল্লেন যে বালক ধ্রুব তাঁকে ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে বনে অভিভূত হ'য়ে পড়েছে, ভক্তবৎসল তা জেনেও তবে কেন তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করছেন না? না না, তা হ'লে তাঁর বেদ-বিধির আর মান থাকবে না; গুরুকরণ ব্যতিরেকে ভব পারা-বারের কাণ্ডারী হরির কেহই দর্শন পায় না। যাই, ঐ ভগবদ্ভক্ত শিশুকে উপদেশ দিয়ে আজ আমি ধন্য হইগে। একি! ও যে আপনিই তাঁকে ডাকতে ডাকতে এইদিকে আসছে। তবে এই বৃক্ষ অন্তরাল হ'তে শুনি ও কি বলে। (অন্তরালে অবস্থান)

(ধ্রুবের প্রবেশ)

ধ্রুব। দীননাথ! মা বলেছিলেন বিজনবনে একমনে বিনয় করে ডাকলেই তুমি দেখা দাও, তা কই? আমি যে কাতরে তোমায় এত ডাকছি, তুমি কি তা শুনতে পেলেনা? আগে যে সকল অপূর্ব্বমূর্ত্তি দেখলেম, হয়ত তুমিই ঐ সকল মূর্ত্তি ধরে আমায় দেখা দিয়েছ। আমি তোমায় কখন দেখিনি চিনিনি বলে তোমায় পেয়েও ধরতে পাল্লেম না। তবে কি হবে কি হবে? তুমি যে বহুরূপী, আমি যে তোমার কোন রূপই দেখিনি এখন তবে আমার গতি কি হবে? কেমন করে তোমায় জানতে পারব? মা ত তোমার রূপের কথা বলে দেননি, ঋষিরাও বলে দেননি, আমি তাই তোমায় এতক্ষণ চিনতে পারিনি। এস দয়াময়! আর ছলনা কোরনা, তোমার স্বরূপে আমার কাছে এসে দেখা দিয়ে আমায় কৃতার্থ কর।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ।—

(গীত)

মরি কেরে শিশু একাকী,
এ গহনবনে একাকী,
এ গভীর নিশায় একাকী।
ওরে কোন্ অভিমানে, ফির বনে বনে,
বাসনা কি মনে বল দেখি।
(এ বয়সে তোর অভিমান কিসের)
(তোর যে মাতৃদুগ্ধ পানের বয়স)
তোর স্তবগান শুনি', লোমাঞ্চিত তনু,
গেয়ান বিস্মরি চমকি॥
(ওরে কেরে শিশু বনে এলি)
(হরিনাম-বীজ ছড়াইতে আজ বনে এলি)
(ও নাম বল বল—আবার বল)
(ও নাম শিশুর কণ্ঠে শুনতে ভাল—হরিবলরে!)
(শিশু গয়াসুরে হরি বলেছিল হরি পেয়েছিল)
(শিশু প্রহ্লাদে হরি বলেছিল হরি পেয়েছিল)
শৈশব বয়স, পরিহরি' দেশ,
কি বিরাগে ধর বৈরাগী বেশ,
ডাক কেঁদে কেঁদে কারে, বলরে আমারে,
আমি ধরে দিব তার ভাবনা কি॥

ধ্রুব। (প্রণাম করিয়া) পদ্মপলাশলোচন নারায়ণ! এই এতক্ষণ পরে কি দেখা দিতে হয়? ঠাকুর! লোকে তোমাক

দয়াময় বলে, তবে আমার প্রতি এত নিষ্ঠুর হয়েছিলে কেন? আমি বনে বনে খুঁজে খুঁজে কেঁদে কেঁদে কত তোমায় ডেকেছি—তুমি বহুরূপী, নানারূপ ধরে আমায় কত ভয় দেখিয়েছ, তবুও তোমায় ছাড়িনি; যেই দৌড়ে দৌড়ে ধরতে গেছি, অমনি পালিয়ে গেছ; এইবার কাছে পেয়ে শ্রীচরণ ধল্লেম ছাড়িয়ে পালিয়ে যেতে পার যাও কিন্তু আমি তোমায় ছাড়ব না আবার ধরব। দীননাথ! বিমাতার বাক্যবাণে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হয়েছে। মা বল্লেন, তুমি বই আর কেউ আমাদের দারুণ দুঃখ মোচন করতে পারবেনা, তাই তোমার কাছে মনোবেদনা জানাতে এসেছি। বল নাথ বল, আমার দুখিনী মায়ের দুঃখ ঘুচবে কি না!

নারদ। (স্বগতঃ) অহো ক্ষত্রিয়ের ত সামান্য তেজ নয়! এ ধ্রুব বালক হয়েও বিমাতার দুর্ব্বাক্য সকল চিন্তা করছে। মান-ভঙ্গ সহ্য করতে না পেরে তার প্রতীকারের জন্য বিজনবনে হরি আরাধনা করতে এসেছে। (প্রকাশ্যে) রাজকুমার! আমি পদ্মপলাশলোচন হরি নই, তাঁর দাসানুদাস নারদ। আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হ'ক। সুখ দুঃখ যে অবস্থায় জীব দৈববশে পতিত হয়, যদি শান্ত ও সমাহিত চিত্তে অবস্থান করতে পারে সে অনায়াসে মোক্ষলাভ করতে সক্ষম হয়। আপনার চেয়ে গুণবান ব্যক্তিকে দেখে আনন্দিত হয়ো, অপকৃষ্ট ব্যক্তিকে দেখে কৃপা কোরো, আর আপনার সমান ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করে মিত্রতা কোরো, তাহ'লে কোন কালে আর দুঃখ পাবে না। কিন্তু বৎসরে! তুমি অতি শিশু, এ উদ্যম হ'তে ক্ষান্ত হও, বার্দ্ধক্যে হরি আরাধনা করতে এখানে এস।

ধ্রুব।— (গীত)

বিমোচিত পাপচয়, পুণ্যের হ'ল উদয়,
দয়াময়! তব দরশনে।
শমতা শান্তির কথা, ক্ষত্রিয় বুঝেছে কোথা,
ব্যথা পাই বিমাতা বচনে॥
পিতৃ-পিতামহগণ, পায়নি যে পদ কখন,
সে শ্রীপদ পাইব কেমনে।
কৃপা করি কৃপাময়, বলে দাও সে উপায়,
ধরি পায় ঠেলনা চরণে।
কাজ কি ভেবে কালাকাল, পাছে ফিরিতেছে কাল,
এসেছি তাই সকাল সকাল হরি-আরাধনে॥

নারদ। বৎস, তোর মধুমাখা কথা শুনে আমার মনপ্রাণ পুলকিত হ'ল। মাতা সুনীতি তোকে যে পদ্মপলাশলোচন হরির কথা বলেছেন তাঁরেই একমনে আরাধনা কর্ তাহ'লেই তোর মনের বাসনা পূর্ণ হবে। শ্রীহরির পাদপদ্ম সেবা ভিন্ন দুঃখ মোচনের আর অন্য উপায় নাই।

ধ্রুব। দেবর্ষি! আমি অল্পবুদ্ধি চঞ্চলস্বভাব বালক, কেমন করে শ্রীহরির আরাধনা করতে হয় জানিনা; আপনি দয়া করে আমায় বলে দিন কি কল্লে তাঁর দেখা পাব।

নারদ। সাধু, সাধু, বৎস! সুকৃতিফলে তুই আপনা হ'তেই শ্রীহরির প্রিয়স্থান তপন-তনয়া-তটস্থিত পাবন মধুবনে উপস্থিত হয়েছিস। যা বাছা ঐ পুণ্যতোয়া কালিন্দী-সলিলে স্নান করে আয় তার পর যা করতে হবে আমি বলে দিচ্ছি।

ধ্রুব। ভগবন্! আমি যে আপনি স্নান করতে জানিনি, মা যে আমায় স্নান করিয়ে দিতেন।

নারদ। (স্বগতঃ) ভো ভগবন্! তোমার অচিন্তনীয় মহিমা! এমন দুগ্ধপোষ্য বালককেও তোমার সুকঠিন আরাধনা কার্য্যে নিযুক্ত করেছ? তা না হবে কেন? এই শোভা সৌন্দর্য্যময় বিপুল বিশ্বসংসার তোমার বিচিত্র রঙ্গভূমি, তুমিই একমাত্র এর সূত্রধর—তুমিই একমাত্র এর নায়ক—তুমিই একমাত্র এর দর্শক! কৌতুকবশতঃ তোমার ক্রীড়ার সামগ্রী এই জীবগণকে যখন যে ভাবে পরিচালন করছ, তখনই সেই ভাবে চলে—কখন সমাদৃত, কখন ঘৃণিত—কখন পদস্থিত, কখন পদদলিত—কখন মানাস্পদ কখন বা হাস্যাস্পদ হচ্ছে। তুমিই ধন্য তুমিই ধন্য!! তপঃক্লিষ্ট যোগীগণ বুদ্ধির আধার সহস্রারেও তোমার অনুসন্ধান পায়না, আবার বালকেও করতালি দিয়ে তোমায় নাচায়! তোমার আশ্চর্য্য ভাব দেখে বাক্যমন স্তব্ধ হয়, তোমায় নমস্কার—তোমায় নমস্কার! (প্রকাশ্যে) ধ্রুবরে! তবে আয় বাছা, আমার সঙ্গে আয় আমি তোকে স্নান করিয়ে দিই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কালিন্দী-তট—তুলসীকুঞ্জ।

(ধ্রুব ও নারদের প্রবেশ)

নারদ। ধ্রুব, এই আসনে উপবেশন কর; আর আমি যেমন দেখিয়ে দিলেম সেই প্রকারে প্রত্যহ যমুনায় তিনকালে

তিনবার স্নান করে গন্ধ পুষ্প তুলসী ও ফল মূলাদি লয়ে 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' বলে হরির পূজা করবে আর স্থির হয়ে মনে মনে তাঁকে চিন্তা করবে।

ধ্রুব। প্রভু! শ্রীহরিকে ত আমি কখন দেখিনি তবে কেমন করে মনে মনে তাঁকে চিন্তা করব? তাঁর স্বরূপ দয়া করে আমায় বলে দাও।

নারদ। বৎস! তিনি বিশ্বরূপ, তাঁর স্বরূপ কেহই জানেনা। তবে' পরম ভাগবতগণ সচরাচর তাঁর যে রূপের পূজা করেন সেই অনুপ রূপের আভাষ আমি তপঃপ্রভাবে যতটুকু জানতে পেরেছি বলি—

(গীত)

নবঘনশ্যাম ত্রিভঙ্গিম ঠাম পদ্মপলাশলোচন।
ময়ূর চন্দ্রিকা ললাটে অলকা কুটিল কুন্তল শোভন॥
ওষ্ঠ বিম্বফল বিলোল কপোল,
শ্রুতিযুগে দোলে মকর কুণ্ডল,
নাসা তিলফুলে তিলক উজ্বল,
কোটী-ইন্দু-নিভানন॥
চারু চতুর্ভুজে বলয় বিরাজে,
পীতবাস সাজে ক্ষীণ কটিমাঝে,
গুঞ্জে অলি লাজে চরণপঙ্কজে,
মৃদুল নূপুর রোলন।
গলে মণিহার নব নটবর,
গুণের আধার রূপের আকর,
সর্ব্ব-মূলাধার দয়ার সাগর,
প্রণত-জন-পাবন॥

ধ্রুব।— (গীত)

তোমারি কৃপায় ওহে দয়াময়
দেখিনু পদ্মপলাশলোচন।
নবঘনশ্যাম ত্রিভঙ্গিম ঠাম
মুরতি মদনমোহন ॥
হৃদিপদ্ম মাঝে পাদপদ্ম দিয়ে,
মৃদু মৃদু হেসে মোর পানে চেয়ে,
শান্তভাবে হরি আছেন দাঁড়ায়ে,
হেরি' স্নিগ্ধ হ'ল মন।
কিন্তু গুরো! বল এই অকিঞ্চনে,
বাজিছেনা কেন নূপুর চরণে,
মকর-কুণ্ডল দুলিছে না কেনে,
বনফুল-হার স্থির দরশন ॥

নারদ। বৎস, তুমি যে ভক্তচূড়ামণি! জগচ্চিন্তামণি স্থির-ভাবে তোমার হৃদপদ্মে বিরাজ করছেন বলে তুমি তাঁর শ্রীচরণের মধুর নূপুর-রোল শুনতে পাচ্ছনা, শ্রুতিযুগের মকর-কুণ্ডল ও বনফুল-হারের মৃদুল দোলন দেখতে পাচ্ছনা। শান্ত ও সমাহিত চিত্তে অটলভাবে ঐ আনন্দ-বিগ্রহকে হৃদয়ে সর্ব্বদা ধ্যান কোরো এক্ষণে আমি বিদায় হই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজ-কক্ষ।

(রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি ও বিদূষক)

মন্ত্রী। মহারাজ! কালানল সদৃশ নিদারুণ চিন্তানলকে হৃদয়ে নিয়ত পোষণ কল্লে মহান্ অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা। অতএব চিন্তা পরিত্যাগ করে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করুন।

সেনা। অথবা সামন্তগণের সমর-পরীক্ষা, মল্লগণের কৌতুক-ক্রীড়া, গীতবাদ্য আমোদ প্রমোদে মনোবৃত্তি পরিচালিত করে প্রকৃতিস্থ হ'ন।

বিদূ। কিংবা—'অসারে খলু সংসারে সারং ব্রাহ্মণ-ভোজনম্' অর্থাৎ উপাদেয় দ্রব্যাদি আহরণ করে সৎব্রাহ্মণ দেখে উত্তম রূপে আহার করান তাতে দাতা ভোক্তা উভয়েরি তৃপ্তিসাধন হবে। তার পর সেনাপতি মহাশয় যা বল্লেন নিবিড়-নিতম্বিনী দিব্য-পয়োধরী যৌবন-বিভোরা মনোমোহিনীদের সঙ্গীতাদি শ্রবণ করে মনের শান্তিলাভ করবেন।

রাজা। সখে! বাচালতা প্রকাশ করে নিয়ত লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হওয়া ভাল নয়। লোকে কেন হাসে তা যদি একবার ভাল করে বিবেচনা করে দেখ তাহ'লে লোক হাসাতে আর কখন চেষ্টা করবে না। আপন অপেক্ষা নীচ ব্যক্তির জঘন্য কার্য্য দেখে লোকে ঘৃণা করে হাসে। ঘৃণাই হাস্যের জননী; অতএব এমন কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়।

বিদূ। বটে? এমন কথা? তা আপনার যে এত টন্‌টনে জ্ঞান তা আগে জানতেম না। কোন্ শালা আর লোক হাসায়!

এবার অবধি যাকে হাসতে দেখব লাফিয়ে তার ঘাড়ে পড়ে কোমরাকুমরি করব।

রাজা। অসার ব্যক্তিকে সদুপদেশ দেওয়া আর শাখামৃগকে গজমতিহারে বিভূষিত করা এ উভয়ই তুল্য। মন্ত্রি! সেনাপতে! উৎসঙ্গ-আরোহণেচ্ছুক আত্মজকে যখন স্ত্রীবাধ্য হয়ে অভিনন্দন করতে সমর্থ হইনি, তখন আমার ন্যায় অসার ব্যক্তি অবনীমণ্ডলে আর কে আছে বল দেখি! আহা সেই সর্ব্ব সুলক্ষণ প্রিয়দর্শন নন্দন 'পিতা' পিতা' বলে আমায় প্রণাম কল্লে আমি সেই মধুর সম্ভাষণে অভিভূত হয়ে আনন্দে তাকে ক্রোড়ে নেবার জন্য হস্ত প্রসারণ কল্লেম এমন সময়ে চিত্রব্যাঘ্রিণীর ন্যায় নিষ্ঠুরা কনিষ্ঠা মহিষী তর্জ্জন গর্জ্জন করে তাহ'তে আমায় নিবারণ করে ধ্রুবের কোমল হৃদয় কটু বাক্যবাণে জর্জ্জরিত কল্লে। আহা সেই অভিমানে বাছা আমার সংসার পরিত্যাগ করে বনে গমন কল্লে, কেউ তাকে নিবারণ কল্লেনা। তা দেখেও যখন এ কঠিন হৃদয় বিদীর্ণ হয়নি তখন আমার মত নিষ্ঠুর পাপাত্মা আর কোথা বল। হায় আমি কি কৃতঘ্ন কি মহাপাতকী! অকারণে অনায়াসে সাধ্বী ধর্ম্মপত্নীকে বনবাসিনী করে অবশেষে তার আশার অঙ্কুর ভবিষ্যতের ভরসা বার্দ্ধক্যের সম্বল নয়নের মণি ধ্রুবমণিকে বিজনবনে বিদূরিত কল্লেম!

বিদু। মহারাজ! মনে করি জীবে কুলুপ লাগিয়ে বোবা হব, ভাল মন্দ কোন কথা আর বলব না; কিন্তু স্বভাব যে কেমন বিগড়ে গেছে, কথার উচিত উত্তর না দিতে গেলে শুলরোগের মত পেটে যেন গুলিয়ে বেড়ায়। লোকে বলে কাঙ্গালের কথা বাসি হ'লে মিঠে লাগে, এ গরিব ব্রাহ্মণের কথাও আপনি এখন

তাই বিবেচনা করবেন। স্ত্রীলোককে আস্কারা দিতে কতবার আপনাকে নিষেধ করেছি, আপনি তখন আমার কথায় কাণ দেননি, কিন্তু সেই আস্কারা দেওয়ার জন্য এখন আপনাকে ভুগতে হচ্ছে। "গতস্য শোচনা নাস্তি"—ভেবে আর কি হবে বলুন, এখন বরং তার প্রতিকারের উপায় করুন। জনকতক বিচক্ষণ ও বিশ্বস্ত চরদ্বারা সমস্ত বনভূমিতে রাজকুমার ধ্রুবের অনুসন্ধান করান আর শোকসন্তপ্তা জ্যেষ্ঠা রাজমহিষীকে আশ্রম-প্রদেশ হ'তে আনয়ন করুন। আপনার দর্শন পেলে এ সময়ে তাঁর শোক দুঃখের অনেক লাঘব হবে।

রাজা। বয়স্য! বৎস ধ্রুবের বনগমন সংবাদ পেয়েই আমি সঙ্কল্প করেছিলেম যে সুনীতি দেবীকে এখানে আনয়ন করি, কিন্তু সেই হতভাগিনীর হৃদয়ভেদী ক্রন্দন এ হতভাগ্য সহ্য করতে অক্ষম হবে বলেই আনতে সাহস করিনি।

(নারদের প্রবেশ)

আসুন দেবর্ষে! আপনার পদার্পণে এ পুরী পবিত্র হ'ল, আমিও আজ কৃতার্থ হলেম।

নারদ। মহারাজ! আপনি ত সিংহাসনে সুখে সমাসীন আছেন? কোন বিপদ, ভয় বা দৈব বিভ্রাট ত আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করেনি? একি! আপনাকে এরূপ চিন্তান্বিত দেখছি কেন? আপনার মুখকমল কি জন্য শুষ্ক ও ম্লান ভাব ধারণ করেছে? রাজ্যের ত কোন অমঙ্গল ঘটেনি? ধর্ম্মের ত কোন হানি হয়নি?

রাজা। ভো ভগবন্! আমি স্ত্রীর বশীভূত হ'য়ে পঞ্চম-

বর্ষীয় আত্মজকে অবমাননা করে অরণ্যে বিদায় দিয়ে চণ্ডালের ন্যায় ব্যবহার করেছি। তার দুঃখিনী গর্ভধারিণীকেও কত না যন্ত্রণা দিলেম। আমার মত নরাধম সংসারে আর কে আছে! ছিছিছি, আমি স্ত্রীজিত হ'য়ে স্নেহে সমাগত উৎসঙ্গ-আরোহণেচ্ছুক পুত্রকে যখন উপেক্ষা করেছি তখন আমার মত দুরাচারের ভার সর্ব্বংসহাও সহ্য করতে পারেন না।

নারদ। রাজন্! শান্ত হ'ন, শান্ত হ'ন, আর দুঃখ করবেন না। ত্রিভুবন-পালক হরি আপনার পুত্রকে রক্ষা করছেন। হে নৃপসত্তম! ধ্রুব আপনার সামান্য পুত্র নয়; তার তপঃপ্রভাবে দেবতারা পর্য্যন্ত পরাভূত, ত্রিভুবনবাসী সকলেই তার যশকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত। সম্রাটদিগের অসাধ্য ও যোগীদিগের দুর্লভ কর্ম্ম সাধন করতে আপনার তনয় কৃতসঙ্কল্প হয়েছে। সেই কুলপাবন বংশধর হ'তেই আপনার মুখোজ্জ্বল ও বংশ পবিত্র হবে। সেই হরিপরায়ণ পরম বৈষ্ণবের জন্য আপনাকে আর চিন্তিত হ'তে হবেনা। আমি এক্ষণে ধ্রুব-জননী সুনীতি দেবীকে শান্তনা করতে গমন করি; আপনার মঙ্গল হ'ক।

[প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রি! সেনাপতে! বয়স্য বসন্তক সেই শোকসন্তপ্তা জ্যেষ্ঠা মহিষীকে এখানে আনবার প্রস্তাব করেছেন; তা দেবর্ষি নারদ যখন তাঁকে শান্তনা করতে গমন কল্লেন, তখন তাঁকে আনতে আর বাধা কি? অতএব শীঘ্র সম্ভ্রমের সহিত মহিষীকে আনয়ন করতে বাহক ও প্রহরীগণকে পাঠিয়ে দাও।

মন্ত্রী ও সেনা। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাজা। বয়স্ত! চল, সেই সুনীতিপূর্ণা সুনীতিদেবীর বাস-গৃহ সুশোভিত করতে আদেশ করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আশ্রম-প্রদেশ।

(সুনীতি ও নারদ)

নারদ। হেরিনু স্বচক্ষে আজি কানন-মাঝারে
বৈষ্ণবের চূড়ামণি বসিয়া নিভৃতে
একযোগ করি' মরি কায় মন প্রাণ
ডাকিছে কাতরে পদ্মপলাশলোচন।
ত্রিভুবনবাসী স্তব্ধ তাহার প্রভাবে।
গুল্ম লতা তরু করি ভূধর নির্ঝর,
ভূচর খেচর যত জলচর আদি
অমর-নিকর সহ মিলি একস্বরে
তোমার নয়নমণি ধ্রুব মহামুনি
গাহিতেছে অবিরত বিভুগুণ-গান।
শান্ত হও পুণ্যবতি! কোরনা রোদন;
ধন্য তুমি ধরাধামে গর্ভে ধরি' তারে।
দুখ-অমানিশা তোর হইল মা ভোর,
পাইবি পরমানন্দে পুনঃ সুসন্তানে।
সুখে থাক সুহাসিনি, করি আশীর্ব্বাদ,
চলিনু বৈকুণ্ঠধামে হরি দরশনে।

সুনীতি। ঋষিবর! বলুন বলুন, আবার কি আমার সেই হারানিধিকে পাব? আবার কি আমার ধ্রুবধন মা মা ব'লে তাপিত প্রাণ শীতল করবে?

নারদ। হাঁ সতি, আমার বাক্য কখন মিথ্যা হবেনা। আমার আশীর্ব্বাদে সত্বর তোমার ধ্রুবরত্নকে তুমি পুনঃপ্রাপ্ত হবে। এক্ষণে আমি বিদায় হই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মধুবন।

(ধ্রুব ধ্যানে মগ্ন)

(অপ্সরীগণের প্রবেশ)

(গীত)

আমরি একি হেরি মধুর মধুবন।
মাধুরীতে ভুলাইল নন্দন-কানন॥
কূজনে কোকিল কুঞ্জে, ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জে,
সারী শুকে গায় পুঞ্জে, নাচে শিখি অগণন।
মলয় বহে মৃদুল, ফোটে নানাজাতি ফুল,
সৌরভে প্রাণ আকুল বিচলিত মন।

ঊর্ব্বশী। এইত আইনু সখি রম্য মধুবনে,
কোথা ধ্রুব? কোথা সেই নবীন তাপস?

মেনকা। ভুরুচাপে বসাইয়া কটাক্ষের শর
চল সে তাপসে বিঁধি' করি জরজর।
তুষিব বাসবে সবে তার তেজ হরি'
কি ফল বিলম্বে আর এস ত্বরা করি'।

(অগ্রসর)

সখি! এই দুগ্ধপোষ্য বালকটী কি সেই হরি-পরায়ণ ধ্রুব-মণি? আমরি মরি! না জানি এর দুখিনী জননী এরে ছেড়ে কাতরে কত ক্রন্দন করছেন। অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ, মনস্তাপে বিবর্ণ, প্রখর সূর্য্য-কিরণে মুখশশী ম্লান, তথাপি এর সর্ব্বশরীর হ'তে অদ্ভুত জ্যোতি নির্গত হচ্ছে! ইচ্ছা হচ্ছে যে একবার কোলে করে স্তনপান করাই কিন্তু এর তেজ প্রভাবে এর নিকট অগ্রসর হ'তে সক্ষম হচ্ছিনা।

রম্ভা। ধিক্ সেই স্বার্থপর পুরন্দরকে—ধিক্ সেই নির্লজ্জ অমর-নিকরে! এ বালক যেরূপ আবিষ্টচিত্তে আপন ইষ্টদেবের আরাধনা কচ্ছে, শত চেষ্টাতেও কেহই এর ধ্যানভঙ্গ করতে সক্ষম হবেনা।

তিলোত্তমা। এ বালক হরি-পরায়ণ হরিভক্ত; চরাচর-গুরু হরি যখন একে রক্ষা কচ্ছেন তখন কার সাধ্য এর অনিষ্ট করে!

ঘৃতাচী। বৈষ্ণব-চূড়ামণি ধ্রুবমণি! আমরা পাপিনী রমণী। স্বার্থপর দেবতাদের অনুরোধে আপনার সাধনার বিঘ্ন উৎপাদন করতে এসেছিলেম অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। আশীর্ব্বাদ করি সত্বর সিদ্ধমনোরথ হ'য়ে আপনার জননীর মনোদুঃখ নিবারণ করুন। এক্ষণে আমরা বিদায় হই। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বন।

(মায়া)

মায়া। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য অমরগণ উত্তানপাদ-তনয় বালক ধ্রুবের তপস্যায় বড়ই সন্তপ্ত হয়েছেন তাই নানা বিভীষিকা দেখিয়ে তার তপভঙ্গের চেষ্টা কচ্ছেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হ'য়ে অবশেষে আমায় দলবল নিয়ে এখানে আসতে আদেশ কল্লেন। সে বালক, তাকে আর অপর কি বিভীষিকা দেখাব তার জননীর মূর্ত্তি ধরে তার নিকটে যাই তাহ'লেই সে ভুলে যাবে। না ভোলে আমার পার্শ্বচরেরা ভীষণ রাক্ষসমূর্ত্তি ধরে চারিদিক হ'তে তাকে ভয় দেখাবে। হাঁ তাই ভাল; আমি এই বেলা সুনীতির বেশে তার নিকট যাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মধুবন।

(ধ্রুব)

(গীত)

মামতি বালকমভাজনম্।
দেহি পদাশ্রয়মবিদিত-ভজনম্॥
ন মাতা নহীহ পিতা, ন বন্ধুর্মে ন চ ভ্রাতা,
ত্বংহি দীনজনত্রাতা পদ্মপলাশলোচন !!

(মায়া-সুনীতির প্রবেশ)

মায়া-সুনীতি। ধ্রুবরে! ও বাপ ও তুই কি বলছিস? হায়! সপত্নীর কথায় তোর হৃদয় কি এতই জর্জ্জরিত হয়েছে যে এ দুখিনীর কান্নাও কি সেখানে স্থান পেলেনা? হাঁ বাপ তোর যে এ খেলবার সময়; এ বয়সে এত কঠিন তপ কল্লে প্রাণান্ত হবে যে যাদু! আগে লেখা পড়া শেখ্ বড় হ', তারপর তপস্যা করিস। বাছা মা'র চেয়ে সংসারে গুরু আর কে আছে বল্? আমি যতদিন বেঁচে আছি আমার সেবা করাই তোর একমাত্র ধর্ম্ম। আগে আমি মরি তার পর হরি আরাধনা করিস। তুই যদি আমার কথা না শুনিস তাহ'লে এখনি আমি তোর সমুখে প্রাণত্যাগ করব। (স্বগতঃ) তাইত কিছুতেই ত ধ্রুবের মন বিচলিত করতে পাল্লেম না! তবে এখন কি করি?—হাঁ সেই ভাল; ওকে ভয় দেখাই যদি তাতে কিছু হয়। (প্রকাশ্যে) বাছা বাছা! পালিয়ে আয় পালিয়ে আয়, ঐ দেখ্ ভয়ানক রাক্ষসেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তর্জ্জন গর্জ্জন করতে করতে এইদিকে আসছে; পালিয়ে আয় পালিয়ে আয়।

[প্রস্থান।

(চতুর্দ্দিক হইতে রাক্ষসগণের প্রবেশ ও নানা বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া প্রস্থান।)

ধ্রুব। দীননাথ! কাতরে তোমায় এত ডাকছি একবার দেখা দাও। দয়াময়! আমি যে বালক, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্কপ্রায়, তবুও কি তোমার দয়া হয়না? তুমি যতই কেন ভয় দেখাওনা যতই কেন ছলনা করনা আমি কথনই

তোমায় ছাড়বনা; তোমার দেখা না পেলে ঘরেও যাবনা, এ ছার প্রাণ তোমার চরণে বলিদান দেব।

(পুনরায় ধ্যানে মগ্ন)

চতুর্থ দৃশ্য।

বৈকুণ্ঠপুরীর কক্ষ।

(লক্ষ্মী ও নারদের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। এস বৎস নারদ, তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হ'ক। কোন্ প্রয়োজনে এখন এখানে আগমন করেছ?

নারদ। জগজ্জননি! তোমার ও ভগবান্ বাসুদেবের চরণ-পঙ্কজে এ দাসের মন-মধুপ একান্ত আকৃষ্ট বলেই মুহুর্মুহু এখানে আসতে অভিলাষী হই। কিন্তু মাগো আজ তোমায় একা দেখে আমার মন পরিতৃপ্ত হ'লনা; সেই সর্ব্বজন রঞ্জন মদন-মোহনকে না দেখে বড় ক্ষুণ্ণ হলেম।

লক্ষ্মী। নারদ! কয়েকদিন অবধি চক্রধারী এত ব্যস্ত যে ক্ষণকাল আমার সঙ্গে কথা কইতেও তাঁর অবকাশ হয় না; না জানি চিন্তামণি কি নিমিত্ত এত চঞ্চল হয়েছেন!

নারদ। চিন্তার অতীত ভগবান্—নারায়ণের মহান্ মহিমা কেহই অনুধাবন করতে পারেনা। হায় আজ আমি তাঁর দর্শন না পেয়ে ভাগ্যবিহীন হলেম। কার্য্যানুরোধে এখনি অন্যত্র যেতে হবে। মাগো! সেই জীবানন্দদায়ী সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎ-কার লাভ হ'লে এই কথা বোলো যে পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুব তাঁর কঠোর আরাধনা করে মুমূর্ষুপ্রায় হয়েছে; আর কিছু দিন তিনি

যদি তাকে দেখা না দেন তাহ'লে তার প্রাণবায়ু বহির্গত হবে, তাহ'লে সংসারে তাঁকে আর কেউ 'দয়াময়' বলবে না।

লক্ষ্মী। কি বল্লে নারদ ? পঞ্চমবর্ষীয় বালক তাঁর আরাধনা করে জীর্ণ-কলেবর হয়েছে ? বৎসরে, কত দিনে সেই দুগ্ধপোষ্য বালক এই কঠিন ব্রতে দীক্ষিত হয়েছে ?

নারদ। মাগো উত্তানপাদ-তনয় ধ্রুব আজ দ্বাদশবর্ষকাল হরি আরাধনায় নিযুক্ত রয়েছে ; ত্রিভুবন তার তপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ; দেবতারা স্ব স্ব স্বার্থহানির ভয়ে ক্ষীরোদকূলে ভগবান্‌কে মনোবেদনা জানাতে গমন করেছে। দয়াময়ি ! তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে মনে করে এ কথা তাঁর চরণে নিবেদন কোরো, এক্ষণে আমি বিদায় হই।

[প্রস্থান।

(শ্রীকৃষ্ণ ও বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্বকর্ম্মা ! সহস্রকর্ণিকাযুক্ত সহস্রাধারস্থিত সেই অপূর্ব্বপুরী এমন সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করবে যে জীব একবারমাত্র সেখানে উপস্থিত হ'লে আর কোথাও যেন প্রত্যাগমন করতে অভিলাষী না হয়। কমলার সহিত প্রতিনিয়ত আমি স্বহস্তে ঐ পুরী দিবারত্নে বিভূষিত করব।

বিশ্ব। যে আজ্ঞা প্রভু, আপনার আদেশ ও উপদেশমত পুরীর অবশিষ্ট অংশগুলি অবিলম্বেই সম্পাদন করব। এক্ষণে আমি বিদায় হই।

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা তবে তুমি এখন এস, আমি এখনি আবার তোমার সঙ্গে মিলিত হব।

[বিশ্বকর্ম্মার প্রস্থান।

লক্ষ্মী। ভগবন্! কোথায় এমন অলৌকিক পুরী সৃজন করছেন যেখানে আমায় স্বহস্তে সম্মার্জ্জনী ধারণ করে থাকতে হবে, আর তোমাকে চারু শিল্পকারের কারুকার্য্যে নিযুক্ত থাকতে হবে?

শ্রীকৃষ্ণ। দেবি! এই রম্য বৈকুণ্ঠপুরীর উপরে আমার কোন প্রিয়তম ভক্তের আবাস নির্ম্মাণ করছি, সেইখানে তোমায় আমায় পূর্ণভাবে অহোরহ বিরাজিত থেকে ভক্তবৎসল নামের মহিমা প্রচার করতে হবে। তার সবিশেষ পরে জানবে, এখন বল দেখি কোন্ গূঢ় চিন্তায় তোমার শ্রীমুখ এমন ম্লান হয়েছে?

লক্ষ্মী। প্রভু! দেবর্ষি নারদ এসেছিলেন; তাঁর মুখে শুনলেম যে একটী পঞ্চমবর্ষীয় বালক দ্বাদশবর্ষকাল তোমার কঠোর আরাধনা করে ক্ষুধাতৃষ্ণায় মুমূর্ষুপ্রায় হয়েছে। দীননাথ! লোকে তোমায় দয়াময় বলে, কিন্তু তোমার মত কঠিন-হৃদয় আর কে আছে বল দেখি? আহা দুগ্ধপোষ্য বালক গৃহ ছেড়ে, মা'কে ছেড়ে, দূরবনে এসে উপবাস করে তোমার আরাধনা কচ্ছে, তা তুমি ভ্রূক্ষেপ না করে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছ? আমার এমনি ইচ্ছা হচ্ছে যে এখনি গিয়ে সেই বালককে স্তনপান করাই।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবি! এ বৃথা প্রয়াস করবার তোমার প্রয়োজন নাই। ধ্রুব যে আমার ভক্ত, সে ত তোমায় চেনেনা, তুমি কেমন করে তাকে স্তনপান করাবে?

লক্ষ্মী। কি! যে তোমার ভক্ত, সে আমায় চেনেনা? তবে আমিও তোমার ভক্তদের নিকট কখন যাবনা।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবি! ক্রোধ সম্বরণ কর, ক্রোধ সম্বরণ কর।

আমি ভিন্ন তোমার মহিমা কে অবগত আছে বল? আমি তোমায় এত ভালবাসি, এত আদর করি যে তুমি চঞ্চলা হয়েও অহোরহ আমার হৃদয়ে স্থিরভাবে বিরাজ করছ। সেই বালক ভক্ত ধ্রুবকে আমি বিস্মৃত হইনি, তারি জন্ম আমি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করে বিশ্বকর্ম্মার সহিত স্বয়ং সর্ব্বলোক-রঞ্জন ধ্রুবলোক নির্ম্মাণ করছি। ধ্রুবের সাধনাও পূর্ণ হ'য়ে এল। চল দেবি, ধ্রুবলোক দর্শন করে প্রিয় মধুবনে গমন করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মধুবন।

(ধ্রুব আসীন; গরুড়বাহনে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব)

ধ্রুব। দয়াময়! তোমার অপরিমেয় শক্তি আমার অন্তরে সহজে প্রবেশ করে স্ববলে কেমন এই নির্জ্জীব বাক্যকে সজীব করছে, মুমূর্ষু প্রাণকে কেমন ধীরে ধীরে পুনর্জ্জীবিত করছে।

শ্রীকৃষ্ণ। ধ্রুবরে! আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হয়েছি, মনোমত বর প্রার্থনা কর।

ধ্রুব। (নিমীলিত নেত্রে) মরি মরি কি শুনলেমরে কি শুনলেমরে! কর্ণে যেন অমৃতবর্ষণ হ'ল। আজ আমার প্রাণের হরি আমার প্রাণের সহিত কথা কইলেন। দয়াময়! যদি এ দাসের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাক তবে এই বর দাও যেন অভিমত তোমার স্তবগান করে আমার বাসনা পূর্ণ করতে পারি। এ দীন বালক ভক্তিযোগে তোমায় নিয়ত দেখতে পায় তুমি দয়া করে এই বর দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। ধ্রুবরে! আমি তোমার সম্মুখে এসেছি, একবার চক্ষুরুন্মীলন করে আমায় দেখ।

ধ্রুব। না প্রভু, এমন আদেশ কোরনা; আমি তা করব না, তা'লে আবার তোমায় হারাব, তুমি আবার পালাবে—আর আমি তোমায় দেখতে পাবনা।

(নারদের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। এস নারদ।

নারদ। ভগবন্! এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রতি এতদিনে কি সদয় হলেন?

শ্রীকৃষ্ণ। নারদরে! ধ্রুবের উপর আমি যে অনেকদিন সদয় হয়েছি, ওর জন্ম আমি যে স্বয়ং একটী স্বতন্ত্র লোক সৃষ্টি করেছি। সমস্ত গ্রহ ও সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রতিনিয়ত সেই পুণ্য-লোককে প্রদক্ষিণ করে আর কমলার সহিত আমি পূর্ণভাবে তথায় নিয়ত বিরাজিত থাকি।

নারদ। ভক্তবৎসল! আমার ধ্রুবকে বিষয় দিয়ে ভুলাচ্ছ কেন? ধ্রুব যে বালক হয়েও কঠোর তপস্যায় তোমার আরা-ধনা কচ্ছে!

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ! "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই বাক্যটী রক্ষা করবার জন্ম ধ্রুবকে সেই অতুল ঐশ্বর্য্য দেব। ধ্রুব বিমাতার বাক্যবাণে ব্যথিত হ'য়ে রাজসিংহাসন কামনায় আমার আরাধনা কচ্ছে, তাই ওকে ইহ সংসারে রাজা করে পরে ধ্রুবলোক প্রদান করব। সে যাহ'ক, ধ্রুব যে আমায় বড় বিপদে ফেল্লে; আমি ওকে বর দেবার নিমিত্ত ওর সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছি, কিন্তু ও অন্তরে আমায় বিরাজিত

দেখছে বলে আর বাহিরে আমায় দেখতে চায়না। ওর মনে বড় ভয়, পাছে ওকে ছেড়ে আমি পালিয়ে যাই। বৎস! তুমি ওর দীক্ষা গুরু, তুমি বলে কয়ে একবার ওকে চক্ষু খুলে দেখতে বল।

নারদ। আহাহা! ভগবন্! তাইত, এ ত বড় সামান্ত বিপদ নয়। তোমার ভক্তেরা প্রতিনিয়ত তোমায় এইরূপ বিপদেই ফেলে থাকে। ভক্ত ধ্রুব তোমায় অন্তরে স্থিরভাবে দেখছে, তাই তোমায় বাহিরে দেখতে চাচ্ছে না। কিন্তু তোমায় অন্তরে বাহিরে সমানরূপে দর্শন না কল্লেও ত সাধকের সাধনা পূর্ণ হবে না, তাই নাথ! তুমি ওকে দেখা দিতে এসেছ! প্রভু, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ধ্রুবের হৃদপদ্মে তোমার যোগীজনধ্যেয় শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করে রেখেছ, ঐ চরণ-কমল একবার প্রত্যাহার কর দেখি, তাহ'লেই ধ্রুব অস্থির হয়ে নয়ন উন্মীলন করবে।

শ্রীকৃষ্ণ। বৎসরে! চরণযুগল যে আমি ভক্তকে দিয়েছি এতে ত আর আমার অধিকার নাই, তবে কেমন করে চরণ প্রত্যাহার করব? আচ্ছা, আমার জ্যোতির্ম্ময় রূপ ওর অন্তর হ'তে একবার অপসারিত করি।—গরুড়! এই তপঃক্লিষ্ট বালক অন্তরে আমায় না দেখতে পেলেই এখনি মূর্চ্ছিত হবে, তুমি ওর পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা কর।

ধ্রুব। হা নাথ! হা দীনবন্ধো! তুমি কোথায় গেলে? এ অভাগাকে ছেড়ে আবার পালালে? হায়, আমি যে অনেক কষ্টে তোমায় আমার হৃদয়ে পেয়েছিলেম; হায় এমন সর্ব্বনাশ কে কল্লে? আমার প্রাণের প্রাণ হরিকে কে হরণ কল্লে?

(মূর্চ্ছা ও গরুড় কর্ত্তৃক রক্ষা)

শ্রীকৃষ্ণ। ধ্রুবরে! ভয় নাই ভয় নাই, আমি তোকে পরিত্যাগ করিনি; একবার নয়ন উন্মীলন করে দেখ্ আমি তোর সম্মুখে রয়েছি।

ধ্রুব।—(চক্ষু উন্মীলন করিয়া) (গীত)

মরি মরি একিরে, পুন হেরি বাহিরে,
গুরুগোবিন্দ এক ঠাঁই।
পেলেম পরমারাধ্য, সাধনা সিদ্ধ,
আনন্দের আর সীমা নাই॥
বাসব ভব নিয়ত যাঁরে,
ডাকেন কত কাতর অন্তরে,
তোমার কৃপায় গুরো পাইনু তারে,
অভাব দাসের আর কি আছে গোসাঁই॥

নারদ। বৎস ধ্রুব, পদ্মপলাশলোচন হরিকে ধরে দেব বলে তোমার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেম, এই ধরে দিয়েছি, এখন মনোমত বর নাও—আমি বিদায় হই।

[প্রস্থান।

ধ্রুব। আমরি মরি কি ভুবনমোহন রূপ! ভগবন্! আমি ভজন-পূজন-হীন অজ্ঞান বালক; তোমার এই অনুপম রূপের বর্ণনা করতে পারছিনি।

(শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধ্রুবের কণ্ঠে পাঞ্চজন্য শঙ্খ স্পর্শ)

ধ্রুব।— (গীত)

তমাল শ্যামল তনু ঘন নীরদ বরণ।
বিজলীর প্রভা তাহে কটিতে পীতবসন॥

ধ্বজ-বজ্র চিহ্ন সাজে, রতন নূপুর রাজে,
গুঞ্জরে ভ্রমরা লাজে, কমল চরণ।
সুন্দর আয়ুধ সাজে, কভু চারু চতুর্ভুজে,
কভু দ্বিভুজেতে মরি, মুরলী ধারণ॥
শ্রীঅঙ্গে রতন জ্বলে, শ্রবণে কুণ্ডল ঝোলে,
বনমালা দোলে গলে, মদন মোহন।
শিরে চূড়া সুশোভন, কোটী ইন্দু নিভানন,
পদ্মপলাশলোচন, ভকত-হৃদিরঞ্জন॥

শ্রীকৃষ্ণ। বৎসরে! তোর স্তবগানে আমি বড় প্রীত হয়েছি, মনোমত বর প্রার্থনা কর্; তুই যা চাইবি আমি তাই দেব।

ধ্রুব। প্রভু! যখন তোমায় পেয়েছি তখন আর আমি কিছুই চাইনি। তবে এই কোরো দীননাথ, যেন ডাকলেই তোমার দেখা পাই।

শ্রীকৃষ্ণ। তথাস্তু, তোর মনোভিলাষ পূর্ণ হ'ক। তোর পিতা সম্প্রতি তোকে পৃথিবী দান করতে কৃতসঙ্কল্প, তুই সাবধানে সিংহাসনে আরূঢ় হয়ে পিতৃরাজ্য পালন কর্। যজ্ঞই আমার প্রিয়মূর্ত্তি; ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারা সর্ব্বদা আমার অর্চ্চনা করে চরমে পরমধাম ধ্রুবলোকে আগমন করবি। ঐ ধাম সকল লোকেরই নমস্কৃত্য ও ঋষিদিগের উপরিস্থিত। আমি তোর জন্ত ঐ পুণ্যধাম স্বয়ং নির্ম্মাণ করেছি, যে একবার ঐ ধামে যায় তাকে আর ফিরে আসতে হয়না। এক্ষণে আমি বিদায় হই। (গরুড়বাহনে তিরোভাব)

ধ্রুব। তাইত, ভগবান বল্লেন যে আমি ডাকলেই তিনি

দেখা দেবেন, যদি না দেন তবেইত সব বিফল হবে। তবে কি হবে? ভাল একবার তাঁকে ডেকে দেখিই না কেন।

(গীত)

কোথা হে পদ্মপলাশলোচন !
নারায়ণ মধুসূদন ভয়বিপদভঞ্জন !!
এস হরি দয়াময়, দেখা দাও এ দাসে ত্বরায়,
(আমি অনেক যতনে, সাগরে সিঞ্চিনু, মাণিক পাবার আশে।
এখন সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল, অভাগা কপাল দোষে ॥)
আমার মনেতে হয়েছে ভয়, পাছে বিফল হয় সাধন ॥

(শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব)

শ্রীকৃষ্ণ। ধ্রুব ! তুই আবার কেন আমায় ডাকলি ?

ধ্রুব। প্রভু ! আমায় মনে সংশয় হয়েছিল বুঝি ডাকলে তুমি দেখা দেবেনা, তাই একবার পরীক্ষা করে দেখলেম।

শ্রীকৃষ্ণ। অবোধ বালক—ভক্তকে আমি কখন ছলনা করিনা। এখন ত পরীক্ষা হ'ল, তবে আমি বিদায় হই।

(অন্তর্দ্ধান)

ধ্রুব। এই ত পরীক্ষা করেও দেখলেম, আর ভাবনা কি ? তবে আমি এখন আমার শোকাকুলা জননীকে গিয়ে শান্তনা করি। (অগ্রসর) তাইত, ভাল কথা মনে হ'ল, আমি যে মায়ের দুঃখ ঘোচাব বলে তাঁর কাছ থেকে এসেছি, তার কি কল্লেম ? তাঁকে আমি কি দিয়ে শান্ত করব ? যা পেয়েছি তা ত দেখাবার যো নাই, তবে কি হবে ? আমি কেমন করে এখন ঘরে ফিরে যাই ? মা যখন জিজ্ঞাসা করবেন "ধ্রুবরে !

বনে তপস্যা করে তুই কি পেয়েছিস আমায় দেখা দেখি”—তখন আমি কি দেখাব? না, হরিকে ডেকে তার উপায় করে নিই।

(গীত)

হরি দয়াময়!
আমি ঠেকেছি হে বড় দায়॥
এসে বলে দাও দাসে তার উপায়।
দুখিনী জননী আমার কিসে একবার তোমায় দেখা পায়॥

(শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব)

শ্রীকৃষ্ণ। ধ্রুব! আবার কেন আমায় ডাকলি?

ধ্রুব। দীননাথ! আমার যে আর একটী ভিক্ষা আছে, তা না পেলে আমি কেমন করে ঘরে ফিরে যাব? যখন আমার দুখিনী মা জিজ্ঞাসা করবেন “কৈ বাছা, কি পেয়েছিস দেখি?”—তখন আমি তাঁকে কি দেখাব? দয়াময়! যাতে আমার দুখিনী মা তোমায় দেখতে পান তার উপায় বলে দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। বৎসরে, তা কেমন করে হবে? আমার জন্য যে কাতর হয়ে আমায় ভক্তি করে ডাকে, আমি তাকেই দেখা দিই, অপরকে কেমন করে দেখা দেব?

ধ্রুব। প্রভু! আমি তা জানিনি, আমার মাকে তোমার দেখা দিতেই হবে। আমার মায়ের উপদেশে তোমায় পেয়েছি; তুমি মাকে দেখা না দিলে আমি কেমন করে ঘরে ফিরে যাব? আমার মায়ের মতি ফিরিয়ে দাও, যাতে ব্যাকুল হয়ে ভক্তিভরে শুধু তোমায় ডাকতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা বাছা, তোর এ বাসনাও পূর্ণ হবে।

(অন্তর্দ্ধান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—রাজ-কক্ষ।

(রাজা, মন্ত্রী, সভাসদ্‌গণ, বিদুষক,
প্রতীহারী প্রভৃতি)

বিদূ। মহারাজের জয় হ'ক। মহারাজ! খোস খবরের ঝুটোও ভাল মনে করে আমাকে শিরোপা দিতে অনুমতি হ'ক।

রাজা। কি সখে বসন্তক, এখনও রঙ্গরস পরিত্যাগ করতে পাল্লেনা? মনস্তাপে আমি নিয়ত দগ্ধ হচ্ছি, তবুও তুমি আমায় যাতনা দিতে প্রবৃত্ত হচ্ছ? তোমার অন্তঃকরণ কি পরদুঃখে কাতর হয়না? অথবা দুঃখকে অন্তরে প্রশ্রয় দিতে তুমি ভালবাস না?

বিদূ। আজ্ঞে মহারাজ! আমার ঐ অপরাধটুকু মার্জ্জনা করবেন। পরের দুঃখে অন্তর কাতর হয় না এমন বিবেচনা করবেন না, তবে এ পোড়া অন্তরে দুঃখ অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারেনা, সেটা আমার স্বভাব দোষেই হ'ক আর বিধাতার কৃপাবশেই হ'ক, কিসে হয় বলতে পারিনি। যাহ'ক, দূতের মুখের কথা কেড়ে এনে আমি তাড়াতাড়ি যা বলতে এলেম তা বড় রঙ্গ তামাসা মনে করবেন না। আপনার সুবোধ সুকুমার ধ্রুব সিদ্ধমনোরথ হয়ে নগরাভিমুখে প্রত্যাগমন করছেন, রাজদূতেরা এ সংবাদ দেওয়াতে আমি রাজদত্ত বহুমূল্য কণ্ঠহার তাদের উপহার দিয়েছি।

রাজা। বয়স্য, মৃত ব্যক্তির পুনরাগমন সংবাদ যেমন অলীক বলে বোধ হয়, তোমার এ কথাও তেমনি আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

বিদূ। রাজন্! আমি চাটুকার নই, মিথ্যাবাক্যে আপনার মনস্তুষ্টি করতেও কখন অভ্যাস করিনি, সেই জন্য সময়ে সময়ে মহারাজের ও কনিষ্ঠা রাজমহিষীর বিরাগভাজন হই! নরনাথ! দুঃখে অভিভূত হয়ে দেবর্ষি নারদের কথা কি বিস্মৃত হয়েছেন? তিনি যে বলে গিয়েছিলেন যে তোমার কুলপাবন পুত্র সম্রাটের অসাধ্য যোগীজনারাধ্য চরাচর-গুরু হরির আরাধনায় সিদ্ধমনোরথ হয়ে তোমার বংশ ও মুখোজ্জ্বল করতে সত্বরেই তোমার নিকট আগমন করবে, সে কথাটী আপনার মনে নাই কিন্তু আমার অন্তরে চির জাগরূক আছে বলে রাজদূতের কথায় বিশ্বাস করে তাকে মহামূল্য হার পারিতোষিক দিয়েছি। এখন চলুন মহারাজ, আপনার আত্মজ ধ্রুবমণিকে আনয়ন করতে অগ্রগমন করি।

রাজা। বয়স্য! আমি অতিশয় অভদ্র, আমার মঙ্গল হবার সম্ভাবনা নাই, তবে দেবর্ষির কথা আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, তিনি যখন বলে গিয়েছেন যে অচিরেই ধ্রুব প্রত্যাগমন করবে, তখন সে নিশ্চয়ই আসছে। প্রতীহারি! তুমি সত্বর সারথীরে রথ প্রস্তুত করতে বলগে, আমি আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবদের সমভিব্যাহারে ধ্রুবকে দর্শন করবার জন্য উপবনে গমন করব। মন্ত্রি! নগরপালকে আদেশ করগে যেন শিল্পকর দ্বারা সমস্ত নগরী সুসজ্জিত করে, পূর্ণকুম্ভ আম্রশাখা ও দীপাবলী প্রভৃতি দ্বারা যেন চতুষ্পথ সকল সজ্জিত করা হয়, স্থানে স্থানে মকর

তোরণ সংস্থাপিত করা হয়, চন্দন ও সুগন্ধ বারি দ্বারা পথ সকল দিব্যরূপে সিক্ত করা হয় এবং যে পথে আমার ধ্রুব আসছে প্রশস্ত স্থান নির্দ্ধারিত করে আমাদের অবস্থানের জন্য পটমণ্ডপসকল সংস্থাপিত করা হয়।

[মন্ত্রী ও প্রতীহারীর প্রস্থান।

চল বয়স্য এক্ষণে অন্তঃপুর-চারিণীদের প্রস্তুত হ'তে বলিগে।

[রাজা ও বিদূষকের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনপথ।

(ধ্রুব ও ঋষিবালকগণের প্রবেশ)

১ম বালক। ধ্রুবরে, মা সুনীতি দেবী তোকে হারিয়ে শোকে একেবারে পাগলিনী হয়েছেন।

২য় বালক। মহারাজ তাঁকে যত্ন করে অন্তঃপুরে নিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু তাতে তাঁর শোকের কিছুই লাঘব হয়নি বরং আরও বৃদ্ধি হয়েছে।

১ম বালক। তুই দূর বন হ'তে ফিরে আসছিস্ শুনে মহারাজ সপরিবারে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গকে নিয়ে ঐ উপ-বনে শিবির সংস্থাপন করে তোর আসবার প্রতীক্ষা করছেন। রাজশিবিরের বামভাগেই তোর দুখিনী জননীর পটগৃহ। চল্ ভাই আগে তাঁকে দেখা দিয়ে তাঁর সন্তাপ দূর করবি চল্।

ধ্রুব। না ভাই, আগে আমি আমার বিমাতার পাদপদ্ম

দর্শন করব; কারণ তাঁরি শ্রবণ-কটু হিতকর বাক্যে উত্তেজিত হয়ে বনে গিয়ে আমার প্রাণের প্রাণ হরিকে পেয়েছি।

১ম বালক। তবে ভাই আমরা বরং এগিয়ে গিয়ে সুনীতি দেবীকে তোর আসবার কথা বলি, তুই ততক্ষণ সুরুচি দেবীর সঙ্গে দেখা কর্।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য!

শিবির-কক্ষ।

(সুরুচি ও ধ্রুব)

ধ্রুব। জননি! আমি দুখিনী সুনীতি-তনয় ধ্রুব, তোমার চরণে প্রণাম করি। (প্রণাম)

সুরুচি। বৎসরে! আমি নিতান্ত পাপীয়সী দুঃশীলা রমণী। দুর্ব্বাক্যবাণে তোর ন্যায় কুলপাবন পুত্রকে জর্জ্জরিত করে কতই না কষ্ট দিয়েছি, অকারণে তোর জননীকেই বা কত না যন্ত্রণা দিয়েছি। হায় আমি লজ্জাহীনা, তাই এ কলঙ্কমুখ এখনও তোকে দেখাচ্ছি। বাছারে! আমার পাপের কি আর নিষ্কৃতি আছে? তোর দয়াল হরি কি দয়া করে এ দুরাচারিণীকে উদ্ধার করবেন?

ধ্রুব। মাগো! অনুতাপানলে কেন অভিভূত হচ্ছ? আর রোদন কোরনা। তোমার হিতকর কথাতেই ত আমি সেই দেবদুর্লভ হরিদর্শন লাভ করেছি। তুমিই যথার্থ জননীর কার্য্য করে আমার উপকার করেছ। বৃথা রোদন পরিত্যাগ করে

একবার ব্যাকুল হয়ে আমার প্রাণের হরিকে ডাক দেখি, এখনি সকল দুঃখ দূর হবে।

সুরুচি। ধ্রুবরে; আমি তোর পবিত্র জীবনে হরির যে অনুপম মহিমা দেখছি, তাতে কৃতার্থ হলেম। এখন চ' বাছা, তোকে কোলে নিয়ে তোর শোকসন্তপ্তা জননীর কাছে যাই। হায় এ দুরাচারিণীর জন্য তো বিহনে তিনি পাগলিনী হয়েছেন, অগ্রে তোকে দিয়ে তাঁকে শান্তনা করতে পাল্লে আমিও কতকটা মনের শান্তি লাভ করতে পারব।

ধ্রুব। মাগো! এখন যে আমি পিতৃচরণ দর্শন করতে যাচ্ছি, তার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

[ধ্রুবের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজ-কক্ষ।

(রাজা, মন্ত্রী, সভাসদ্‌গণ, বিদূষক প্রভৃতি আসীন;
ধ্রুবের প্রবেশ)

ধ্রুব। পিতঃ! পিতঃ! তোমার ধ্রুব পদ্মপলাশলোচন হরি দর্শন করে তোমার চরণবন্দনা করতে এসেছে, আশীর্ব্বাদ করুন।

রাজা। কে কে? ধ্রুব? আমার প্রাণধন ধ্রুব? আমার হারানিধি ধ্রুব? আয় বৎস আয় আয়, একবার আমার বক্ষে আয়, তোকে হৃদয়ে ধারণ করে আমার জন্ম সার্থক করি। হায় আমি কি পাষাণ-হৃদয়! দয়ামায়াশূন্য হয়ে এমন প্রাণধন ধ্রুবকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়েছিলেম! বৎসরে, তুই ত আমার

সামান্ত পুত্র ন'স, তোর দ্বারা আমার কুল পবিত্র হ'ল, আমি নিজেও উদ্ধার হব। সিংহাসনে বসতে পাসনি বলে তাই অভিমানে বনে গিয়েছিলি? সর্ব্বজন সমক্ষে এই সিংহাসনে তোকেই প্রতিষ্ঠিত কল্লেম। (সিংহাসনে ধ্রুবকে বসাইয়া) মন্ত্রি! আমার এই দেবোপম কুমার ধ্রুবকে গজেন্দ্র আরোহণ করিয়ে চল আমরা সকলে হরিগুণ গাইতে গাইতে অতি সমারোহে নগরাভিমুখে গমন করি।

মন্ত্রী। রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

সভাসদ্‌গণ। আজ আমরা বৈষ্ণবচূড়ামণিকে নৃপাসনে দেখে ধন্য হলেম।

ধ্রুব। পিতঃ! আগে আমি মা'কে শান্ত করি, তার পর আপনার আদেশ পালন করব।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

শিবির।

সুনীতি।— (গীত)

কৈ কৈ আমার ধ্রুব কৈ!
অঞ্চলের নিধি ধ্রুব কৈ—নয়নের মণি ধ্রুব কৈ!
হায় হায় বাছা কোথা গেল, এই যে ঘুমায়েছিল,
উঠে কোথা তবে পলাইল।
গৃহ শূন্য কোল শূন্য, মন শূন্য প্রাণ শূন্য,
হেরি সকল আঁধার ধ্রুব ভিন্ন, ওগো বল তারে কে হরিল॥

(ধ্রুবের প্রবেশ)

ধ্রুব। মা মা! আমি তোরই আদেশে তোরই উপদেশে শ্রীহরির আরাধনা করতে বনে গিয়েছিলেম, এখন সফলকাম হয়ে তোর চরণ দর্শন করতে এলেম।

সুনীতি। বাপ রে! পদ্মপলাশলোচন হরির আরাধনা যে বড় কঠিন ব্রত; তুই অবোধ বালক, হয় ত কোন মহাপুরুষ তোর কষ্ট দেখে তোকে স্তোক দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ধ্রুব। মাগো! সেই পুরুষ-প্রধান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে এই বর দিয়েছেন যে যখনি আমি তাঁকে কাতরে ডাকব তখনি তিনি দেখা দেবেন।

সুনীতি। আচ্ছা বাছা, তবে তুই একবার তাঁকে ডাক্ দেখি, তাঁর ভুবনমোহন রূপ দেখে আমিও জন্ম সার্থক করি।

ধ্রুব।—

(গীত)

কোথা পদ্মপলাশলোচন!
নারায়ণ মধুসূদন ভয়বিপদভঞ্জন!!
(শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব)
ঐ দেখ দেখ দেখ জননি,
এলেন সাধনের ধন নারায়ণ!
(আহা) অনুপ মূরতি, অতুল জ্যোতি,
নবজলধরবরণ!!
রুণু ঝুনু বাজে নূপুর চরণে,
কটিতে কিঙ্কিনী মধুর নিক্কণে,

চমকে চপলা পীতবসনে,
অঙ্গে নানা আভরণ!
ময়ূরচন্দ্রিকা শিরসে দোলে,
কুঞ্চিত কুন্তল বিলোল কপোলে,
মকর-কুণ্ডল শোভে শ্রুতিমূলে,
পদ্মপলাশলোচন!!

সুনীতি। কৈ বাছা তোর হরি কৈ? আমি ত কিছুই দেখতে পাচ্ছিনি।

ধ্রুব। সে কি মা? এই যে—এই যে আমার হরি!

(সুনীতির অঞ্চল ধারণ)

সুনীতি। হাঁ বাছা! এইবার—এইবার নূপুরধ্বনি শুনতে পেয়েছি, মোহন বংশীরবও শুনতে পেয়েছি। কিন্তু কৈ বাছা এ অভাগিনী ত তাঁকে দেখে চক্ষু সার্থক করতে পারছে না।

ধ্রুব। মাগো, তুই একবার আমায় কোলে করে ভক্তিভরে দেখ্ দেখি, এখনি ভক্তবৎসল তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

সুনীতি। আচ্ছা বাপ আয় আমার কোলে আয়, দেখি তোকে ধরে তোর সাধনের ধনকে পাই কি না!

(ধ্রুবকে কোলে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শন ও প্রণাম)

(শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান)

(রাজা, মন্ত্রী, বিদূষক ও সভাসদ্‌গণের প্রবেশ)

রাজা। ধ্রুবরে। আয় আয় বৎস, নগরবাসীরা তোকে দেখবার জন্ত সমুৎসুকচিত্তে প্রাসাদশিখরে, গবাক্ষদ্বারে, অলিন্দে ও চতুষ্পথে কাতারে কাতারে লাজ গন্ধ পুষ্প ও নানাবিধ মাঙ্গল্য

দ্রব্য নিয়ে অবস্থান কচ্ছে। ঐ ঐরাবত সদৃশ মনোহর হস্তীতে আরোহণ করে চল্‌।

[ধ্রুব ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

মহির্ষি! এখানে আর আমাদের বিলম্ব করবার কোন প্রয়োজন নাই; হরিগুণ গাইতে গাইতে চল ধ্রুবের পশ্চাৎ অনুসরণ করি।

[সকলের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন—নগর-তোরণ।

(গজপৃষ্ঠে ধ্রুব; পশ্চাতে রাজা, মন্ত্রী, বিদূষক, সভাসদ্‌গণ, নগরবাসী পুরুষ ও স্ত্রীগণ)

(সমবেত সঙ্গীত)

ধ্রুব।— গাওরে আনন্দমনে পূর্ণানন্দ গুণগান।
রসনা কররে সদা হরিনাম সুধাপান॥

পুরুষগণ।— মৃত তরু বিজ-বনে, মুঞ্জরে যে নাম শুনে,
যাঁর তরে গৃহ ছেড়ে করে শিশু বনে পয়ান।

স্ত্রীগণ।— সংসার-বাসনা ছাড়ি, মনে মুখে বল হরি,
অনায়াসে যাবে তরি হেরি' মুক্তির নিদান॥

ধ্রুব।— হরি বল হরি বল হরি যে প্রাণের প্রাণ।

পুরুষগণ।— পঞ্চাননে পঞ্চানন নিতি যাঁর গুণ গান।

সকলে।— নারদের বীণাযন্ত্রে সদা সাধে সেই নাম॥

যবনিকা।